NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ইংরেজবাজারের বিভিন্ন ওয়ার্ড

বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ব্রাহ্মণী নদী ৬

কলকাতা ১৭ জুলাই ২০২৫ ৩২ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.07.2025, Vol.19, Issue No. 38, 8 Pages, Price 3.00

বাংলা বললেই বাংলাদেশি ? বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেত্রীর

খেলা হবে, ফের হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্থা করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার বৃষ্টি মাথায় রাজপথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত পদযাত্রার শেষে এক জনসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার হুঁশিয়ারি, 'আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলব। সাহস থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাও।'

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলা ভাষায় কথা বললেই নাগরিকদের বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা বলে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন মমতা। তাঁর দাবি, এ পর্যন্ত প্রায় হাজারের বেশি পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করে জেলে পাঠানো হয়েছে, অনেকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাকে দিয়ে কাজ করাবে, অথচ বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি? এ কেমন দ্বিচারিতা? আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের অসম্মান করবেন না। যদি আমার কাছে একটা রুটিও থাকে, ভাগ করে দেব। কিন্তু অপমান সহ্য করব না।'

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন। সেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কাউকে সন্দেহ হলেই বিনা বিচারে এক মাস আটকে রাখা যাবে, এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই সিদ্ধান্তকে 'সুপার এমার্জেন্সি' বলে অভিহিত করেন তিনি। বলেন, 'এটা জরুরি অবস্থার থেকেও ভয়ঙ্কর। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন, জয় হিন্দ বলেছেন, তাঁরাই আজ এনআরসির নামে বাদ পড়ছেন।'

মমতা এদিন কেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ ছুড়ে বলেন, 'বর্ডার বিএসএফের হাতে। বিমানে যাওয়া-আসা কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক দেখে। তা হলে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর দায়িত্ব আমার না, কেন্দ্রের? আর বাংলা ভাষায় কথা বললে কেন আপনি সন্দেহ করবেন? বাংলা কি ভারতের অংশ নয়?'

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'অন্য রাজ্যে বসে এরাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিহারে ৩০.৫ লক্ষ ভোট কেটে দিয়েছে। একই পদ্ধতিতে মহারাষ্ট্রে জিতেছে বিজেপি। এবার বাংলাতেও সেই ছক করছে। কিন্তু মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।'

রাম-বাম-গদাই-মাধাই জোট বলে বিজেপি ও সিপিএমকে একসঙ্গে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'শূন্য হয়ে মহাশূন্যে গিয়েছে যারা, তারাও আবার ভোটে খুন-দখলের স্বপ্ন দেখছে। বাংলার মানুষ সব দেখছে, চিহ্নিত করছে।' বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে চুপ করে বসে থাকবেন না, এই হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। বলেন, 'বাংলায় কাজ করতে দেবেন না? তা হলে আমি সারা দেশ ঘুরব, প্রতিবাদ করব। দেখব, আমাকে কতগুলো ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে পারেন।' বাংলাভাষীদের খাওয়াদাওয়া বা সংস্কৃতি নিয়েও বিজেপির বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বলেন, 'কে শিঙাড়া খাবে, কে পোহা খাবে, সেটা তুমি ঠিক করবে? কে কোন ভাষায় কথা বলবে, তা ঠিক করার ক্ষমতা বিজেপির নেই।'

পাশাপাশি, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'খেলা হবে। এবার যদি বাংলার গায়ে হাত পড়ে, বাংলার মানুষও বিজেপিকে রাজনৈতিক ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। দিল্লি দখলের লড়াই বাংলার মাটিতেই শুরু হয়েছে।' ডোরিনা ক্রসিংয়ে বক্তৃতার শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা বাংলার উপর আঘাত করেছেন। আহত বাঘ বেশি ভয়ঙ্কর।' এদিনের পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়করাও। কলেজ স্ট্রিট থেকে পদযাত্রা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে।

> আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলব, সাহস থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাও।
>
> এটা জরুরি অবস্থার থেকেও ভয়ঙ্কর। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন, জয় হিন্দ বলেছেন, তাঁরাই আজ এনআরসির নামে বাদ পড়ছেন।
>
> অন্য রাজ্যে বসে এরাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিহারে ৩০.৫ লক্ষ ভোট কেটে দিয়েছে। একই পদ্ধতিতে মহারাষ্ট্রে জিতেছে বিজেপি। এবার বাংলাতেও সেই ছক করছে। কিন্তু মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।
>
> কে শিঙাড়া খাবে, কে পোহা খাবে, সেটা তুমি ঠিক করবে? কে কোন ভাষায় কথা বলবে, তা ঠিক করার ক্ষমতা বিজেপির নেই।
>
> খেলা হবে। এবার যদি বাংলার গায়ে হাত পড়ে, বাংলার মানুষও বিজেপিকে রাজনৈতিক ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। দিল্লি দখলের লড়াই বাংলার মাটিতেই শুরু হয়েছে।
>
> আপনারা বাংলার উপর আঘাত করেছেন। আহত বাঘ বেশি ভয়ঙ্কর।
>
> - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বুধবার ডোরিনা ক্রসিংয়ের প্রতিবাদ সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

বিনিয়োগে ছাড় সবুজ জ্বালানির প্রসারে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি বুধবার এনএলসি ইন্ডিয়া লিমিটেড-কে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি থেকে বিশেষ ছাড় দিয়ে অনুমোদন করেছে, যা নবরত্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই কৌশলগত সিদ্ধান্তের ফলে এনএলসিআইএল তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা এনএলসি ইন্ডিয়া রিনিউয়েবলস লিমিটেড- এ ৭,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে। এরপর এনআইআরএল নিজে অথবা যৌথ উদ্যোগ গঠন করে সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে; এর জন্য আর আগেভাগে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না বলে সিসিইএ বৈঠকের পর এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এই বিনিয়োগ সরকারী সংস্থাগুলির জন্য নির্ধারিত ৩০ শতাংশ নিট সম্পদের সীমা থেকেও মুক্ত থাকবে, যা এনএলসিআইএল এবং এনআইআরএল-কে অর্থনৈতিক ও পরিচালনাগত আরও স্বাধীনতা দেবে বলে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে। যেখানে তারা ২০৩০ সালের মধ্যে ১০.১১ গিগাওয়াট এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩২ গিগাওয়াট নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ক্ষমতা গড়ে তুলতে চায়।

এই সিদ্ধান্ত ভারতের সিওপি ২৬ সম্মেলনে গৃহীত প্রতিশ্রুতি-র সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে দেশটি ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম জ্বালানি ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে 'পঞ্চআমৃত' পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে নেট-শূন্য কার্বন নিঃসরণ নিশ্চিত করার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা এবং নবরত্ন সিপিএসই হিসেবে এনএলসিআইএল এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে সংস্থাটি তার নবীকরণযোগ্য জ্বালানি খাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু কর্মসূচিতে গঠনমূলক অবদান রাখতে চায়।

অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থেই 'বাঙালি অস্মিতা'র নাটক তৃণমূলের: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ''তৃণমূল কংগ্রেস বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যে নতুন রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরি করতে চায়, তা আদতে বাংলাভাষী রোহিঙ্গা আর বেআইনি বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থেই।' এই ভাষাতেই বুধবার রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'সারা ভারত জুড়ে যখন বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে দেশছাড়া করার কাজ চলছে, তখন বাংলায় তাদের রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী নিজে। প্রশ্ন জাগে, এ কাদের অস্মিতা রক্ষা?'

তিনি কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন তোলেন, 'ভাষা বাদ দিলে, পরনের পোশাক, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার ধরন দেখে কি বোঝা যাচ্ছে যে এরা বাঙালি? নাকি এরা সেই অনুপ্রবেশকারী, যারা আপনার অসহযোগিতার কারণে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না হওয়ায় চোরাপথে ঢুকে পড়েছে ভারতবর্ষে?' বাঙালি পরিচয়ের নামে তৃণমূল নেত্রীর রাজনীতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'যদি বাঙালি অস্মিতা নিয়ে এতই চিন্তা থাকে, তা হলে যে হাজার হাজার খাঁটি বাঙালি আজ আপনার দুর্নীতির জন্য শিক্ষকতার চাকরি হারিয়ে বাংলায় আর্তনাদ করছে, তাদের কণ্ঠস্বর কি আপনার কানে পৌঁছয় না? অথচ অন্য রাজ্যে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের আর্তি ঠিক শুনতে পান আপনি!'

বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে তিনি সরকারি প্রশাসনের স্তরে 'বাঙালি' উপেক্ষার অভিযোগও তোলেন। প্রশ্ন তোলেন, 'আপনার সরকার যখন দক্ষ বাঙালি অফিসারদের উপেক্ষা করে বাইরের রাজ্য থেকে অনুগত অফিসার আমদানি করছে, তখন কোথায় যায় সেই বাঙালি অস্মিতা?'

তিনি সোজাসুজি নাম করে বলেন, 'কেন শ্রী অত্রি ভট্টাচার্য এবং শ্রী সুব্রত গুপ্ত উপেক্ষিত হলেন? কেন তাঁদের চেয়েও জুনিয়র শ্রী মনোজ পন্থকে মুখ্যসচিব করা হল? কেন সবচেয়ে সিনিয়র আইপিএস শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে ছেঁটে দিয়ে ভিনরাজ্য থেকে আসা জুনিয়র রাজীব কুমারকে ডিজিপি পদে বসানো হল?'

সবশেষে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'মাননীয়া, আপনি ভোটের রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝেন না। তাই আপনার এই বাঙালি অস্মিতা আদতে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিকে আড়াল করার একটি ছলমাত্র, একথা আজ বাংলার জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়েছেন।'

এসএসসির নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বাধা নেই নিয়োগে: হাইকোর্ট

তবে পরীক্ষায় বসতে পারবেন না চিহ্নিত অযোগ্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি-র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মামলায় স্বস্তি রাজ্যের। এসএসসির নতুন নিয়োগ বিধিকে মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য সরকারের দেওয়া অতিরিক্ত ১০ নম্বরের আর্জি মানল আদালত। মান্যতা দেওয়া হয়েছে বয়স ছাড়ের আবেদনেও।

নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যে মামলা হয়, তাতে একটি পার্ট অর্থাৎ এই পরীক্ষায় কেবল যোগ্যরাই বসতে পারবেন, অযোগ্যরা নন, তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ। নতুন করে বুধবার শুনানি হয়। এদিন একাধিক ইস্যুর মধ্যে মূলত একটি বিষয়ের ওপর ফোকাস করা হয়েছিল। চাকরির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন ১০ নম্বর আলাদা দেওয়া এবং নতুন নিয়োগ বিধিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও একাধিক যে বদল আনা হয়েছিল, সেই বিষয়ও এদিনের শুনানিতে উত্থাপিত হয়। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। এসএসসির তরফে ছিলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী হিসাবে ছিলেন অনিন্দ্য মিত্র এবং বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

তবে এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতায় করা সব আবেদন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৫ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। এসএসসি-র বিজ্ঞপ্তিতে তারা কোনও হস্তক্ষেপ করবে না জানিয়েছে বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ।

বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ মামলার রায় ঘোষণা শুরু হয় বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চে। তাতে এসএসসির বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে জমা পড়া সব আবেদন খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। অর্থাৎ ২০২৫ সালের বিধি অনুযায়ীই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে। যদিও এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না দাগি অযোগ্যরা। কোনও দাগি অযোগ্য যদি নতুন করে আবেদন করেন, তাহলে তাঁর আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখে আদালত।

প্রসঙ্গত, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন চাকরি প্রার্থীদের একাংশ। তাঁদের দাবি ছিল, আগের অর্থাৎ ২০২৬ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ীই নিয়োগ প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া ঠিক নয়। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, কোন বিধি অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে সেটা চাকরিপ্রার্থীরা ঠিক করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও বলা নেই যে ২০১৬ সালের বিধি অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে। তাই কমিশন যদি ২০২৫ সালের বিধিকে উপযুক্ত বলে মনে করে তাহলেও কোন চাকরিপ্রার্থী প্রশ্ন তুলতে পারেন না। কোনও নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের যোগ্যতামান কী হবে, তা নির্ধারণ করে নিয়োগকারী। এক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে এসএসসি। যে কোনও চাকরিতে অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধৃত জাকিরউদ্দিন

■ **ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা রেজ্জাক খান হত্যাকাণ্ডে এবার ধরা পড়ল পেশাদার দুষ্কৃতী জাকিরউদ্দিন মোল্লা। মঙ্গলবার উত্তর কাশিপুর থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। বুধবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, জাকিরউদ্দিন একজন কুখ্যাত অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের একাধিক থানায় অপরাধের নথি রয়েছে।**

স্টেটাস রিপোর্ট

■ **আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালতে ষষ্ঠ স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। এই রিপোর্ট জমা পড়ার পরে ফের ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল নির্যাতিতার আইনজীবীকে।**

স্বস্তিতে পরেশরা

■ **ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সাময়িক স্বস্তিতে বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার এবং পাপিয়া ঘোষ। বুধবার নিম্ন আদালতে তাঁদের হাজিরা পিছিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ১ অগস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের ঘটনায় চার্জশিটে নাম রয়েছে এই তিন জনের।**

নিক্কো পার্কে যুবকের মৃত্যুতে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিক্কো পার্কে ফের বিপত্তি। ওয়াটার পার্কে স্নান করার সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে ১৮ বছর বয়সি এক যুবক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তার। সূত্রে খবর, মৃতের নাম রাহুল দাস, উল্টোডাঙার মুরারিপুকুরের বাসিন্দা। বর্তমানে বাগুইআটিতে থাকত সে। মজার মুহূর্তের মাঝে হঠাৎ মৃত্যু কীভাবে, তদন্ত করছে পুলিশ।

এদিকে নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ নিক্কো পার্কে ঘুরতে আসেন উল্টোডাঙার বাসিন্দা বছর আঠেরোর রাহুল। জানা যাচ্ছে, রাহুলের সঙ্গে তাঁর একাধিক বন্ধু-বান্ধবীও ছিলেন। দুপুর আন্দাজ ১টা থেকে দেড়টা নাগাদ তাঁরা নিক্কো পার্কের ওয়াটার পার্কের মধ্যেই ছিলেন। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে রাহুল। বন্ধুরা ধরাধরি করে নিচে

নামানোর সময় তা নজরে আসে লাইফ গার্ডদের। দ্রুত ফার্স্ট এইড সেকশনে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। নিক্কো পার্কের ডিউটিতে থাকা নার্স রাহুলকে পরীক্ষা করে জানান, তার পালস খুব কম। দেরি না করে তৎক্ষণাৎ পার্কের নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তাঁরা আরও জানান, ঠিক কী ঘটেছে সেটা জানতে বিশেষ অসুবিধা হবে না কারণ নিক্কো পার্কের ওই এলাকা গোটাটাই সিসিটিভিতে মোড়া রয়েছে। ঘটনার মুহূর্ত খতিয়ে দেখে মৃত্যুর কারণ খুঁজতে রাহুলের আশেপাশে থাকা বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় নিক্কো পার্কের এইচআর- ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমিত দত্ত জানান, 'চারটে ছেলে, তিনটে মেয়ে এসেছিল। কলেজের ছাত্র হবে। তারা নায়াগ্রার ফার্স্ট ফ্লোরে শাওয়ার নিচ্ছিল। তখনই এক জনের মাথা ঘুরে যায়, ওখানেই বসে পড়ে। বাকি বন্ধুরাই ওকে ধরে নামাচ্ছিল। তখনই আমাদের কর্মীদের নজরে আসে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। পালস রেট কম ছিল, সেন্স ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অ্যাম্বুল্যান্সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা দেখে বলেন মৃত্যু হয়েছে।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে G. Banumathi ও Panmati Mali W/o. P. Govindan D/o. Belle Chami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই জুলাই। বৃহস্পতিবার , ৩২ শে আষাঢ় । সপ্তমী তিথি। জন্মে মীন রাশি । অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(কর্কট সংক্রমণ। অষ্টনাগ পুজো। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত। দক্ষিনায়ন সংক্রান্তী।)

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Kumar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gobinda Das ও Lt. G. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Bhaumik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Monaj Kumar Bhaumik ও M. Bhaumik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০২১ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Sett S/o. Harishikesh Sett ও Arun Kumar Seth S/o. Hrishikesh Seth সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Nasira Begam Khatun (old name) D/o. Sirajul Haque, W/o. Sk Emad Ali R/o. Deluara, Melki, Gurap, Hooghly-712152, W.B. বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nasira Begam Sekh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nasira Begam Khatun & Nasira Begam Sekh D/o. Sirajul Haque, W/o. Sk Emad Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Kumar Majhi (old name) S/o. Rampada Majhi R/o. Baksagarh, Patuli, Patuligram, Bolagarh, Hooghly-712501, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Gobinda Majhi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Gobinda Kumar Majhi & Gobinda Majhi S/o. Rampada Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Ashim Kumar Majhi.

CHANGE OF NAME

I, PURNIMA MAITY, D/O- Gopal Maity (recorded in my Aadhaar, Voter Identity & PAN Card) and Purnima Mondal, W/O- Arijit Mondal (recorded in my husband's Army Record- 7243920W), R/O- Dumra, Hogla, Tamluk, Purba Medinipur, is same and one identical person vide affidavit sworn before the Notary Public (1035/25) at Tamluk on 14-07-25.

নাম-পদবী

আমি Khokan Chandra Mahajan S/o- Late Nabadwip Mahajan residing at Vill- Sanerpukur P.O. Nadia Bishnupur P.S. Kotwali Dist. Nadia, গত ০১/১২/২০০৯ তাং Executive Magistrate Krishnagar Nadia কোর্টের Affidavit বলে Khokan Chandra Mahajan & Khokan Chandra Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

সংশোধনী

গত ইং ২৫/০৪/২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল শ্রীমতী তাপসী মোদক স্বামী বিজয় মোদক দীগর মহাশয়/মহাশয়ার আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ১১তম লাইনে ভ্রমবশতঃ (বুক নং ৪, আমমোক্তার নামা দলিল নং ১৪/২০২০) লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে (D.S.R.-I, হুগলী অফিসে, বুক নং ৪, আমমোক্তার নামা দলিল নং ১৪/২০২০) পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

তাপস কুমার মন্ডল
হুগলী জাজেস কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, Ch. Shanker Rao, S/o- Late Ch. Subbha Rao -এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার Sri Tammireddi Raghava Rao, S/o- Late Neelakantam মহাশয়কে মৌজা-খিদিরপুর, J.L. No- 140 আর.এস দাগ নং- 793, এল.আর দাগ নং- 993 এর মধ্যে 03.35 dec জমি 03/05/2023 তারিখ I-3653/2023 আমোক্তা অনুসারে বিক্রি করিতে অনুমতি দেয়। এতে কাহার কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M-9733806771/ 9474061761

AFFIDAVIT

I, Lok Nath Choudhary S/O Late Laxmi Choudhary residing at Kumar Para Ghat Lane, P.O.- Telinipara, P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly do hereby declare vide affidavit Serial No. 2284 dated 23.04.2025 filed in the court of the Judicial Magistrate, 1st class, Chandannagar that my actual and original name is LOK NATH CHOUDHARY and it is recorded in my Aadhar, EPIC and my Son Lalit Ranjan Choudhary's Aadhar card, caste and birth certificates but inadvertently, in my son's Admit card and Registration Certificates, my name has been recorded as LOKNATH CHOUDHARY. LOK NATH CHOUDHARY and LOKNATH CHOUDHARY is the same and one identical person.

।। সংশোধনী।।

গত ইং 25/06/2025 তারিখে এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল **শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ মন্ডল** পিতা বৈদ্যনাথ মন্ডল মহাশয়ের আমমোক্তারনামা শীর্ষক নোটিস বিজ্ঞপ্তিটিতে ভ্রমবশতঃ ৩)আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুনীল কুমার মুখার্জ্জী লেখা হইয়াছে, ইহার **পরিবর্তে ১ ও ২ নং বিক্রেতার পক্ষে ৩)গত ইংরেজি ১২/০৬/১৯৭৮ তারিখে D.S.R., হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৬৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুনীল কুমার মুখার্জ্জী পড়িতে হইবে**। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১. সাধনা বোস স্বামী - শ্রী সুভাষ চন্দ্র বোস সাং - নগেন্দ্রনগর ৩য় লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১ ২. শ্রী শুভাশিস বোস পিতা - সুভাষচন্দ্র বোস সাং - নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১ গত ৩০/০৪/২০২৫ তাং ১ নম্বর বাহির ১৩০২-২০২৫ নং ভ্যলুমের ৯৪৮২৭ - ৯৪৮৪০ নং এর ৪৬৪৬ নং আমমোক্তার দলীল বলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজা খতিয়ান নং - R.S. ৬৩৪৮ L.R. ১১৭৫৪/১ ও R.S. ৬৪৯২ L.R. ৪২০৩৩ নং দাগ নং R.S. ৪৯৯/২৪৯৩২, ৪৯৯/২৪৯৩৩ ও L.R. ২১৬৬, ২১৬৭ এর মোট ৫ শতক সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় সুব্রত রায় পিতার সন্তোষ রায় সাং - এম.জি.রোড পোস্ট - কৃষ্ণনগর জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০১,উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি নির্মল দাস পিতা - মৃত কালীপদ দাস সাং - ১ সি রয়্যাল গার্ডেন,গারালী, রেলওয়ে সেকেন্ড গেট, রাজবাড়ী, যোরহাট, রাজবাড়ি, আসাম - ৭৮৫০১৪, ২. অমল কুমার দাস পিতা - মৃত কালীপদ দাস সাং - পাড়োয়া গাঁও, পোঃ ও থানা - তেজপুর জেলা - শনিতপুর রাজ্য - আসাম, পিন - ৭৮৪১৫৪, গত ১৮/১১/২০২৪ তাং IV-519 নং ও ২৮/১০/২০২৪ তাং IV-3648 নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় সমরেশ ঘোষ পিতা - মৃত আনন্দ মোহন ঘোষ সাং- নেদিয়ারপাড়া পোঃ - কৃষ্ণনগর থানা - কোতোয়ালি জেলা নদীয়া পিন - ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার হইতে ২৬/০৩/২০২৫ তাং I-3458/2025 নং দলীল বলে মৌজা - ৯২ নং কৃষ্ণনগর, খাতিয়ান নং - সাবেক ২৬৪৭ L.R. ১৪০৩২ দাগ নং - সাবেক ৮৬৫৫ R.S. ২৯৩৮০ L.R. ১১৭৫৫ এর মোট ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পিতা - মৃত দিলীপ ভট্টাচার্য্য সাং - মহিষালপাড়া লেন, চকেরপাড়া, পোস্ট - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১. আরতি রানী সাহা স্বামী মৃত সুশীল কুমার সাহা সাং- ৩০/১৯, আটাপাড়া লেন, সিঁথি, কোলকাতা ৭০০০৩৭, ২. প্রণব সাহা, পিতা মৃত সুশীল কুমার সাহা সাং - ৭২/১ ক্ষুদিরাম বোস সরণি, ফ্ল্যাট নম্বর ২ ডি, সেক্টর ৪, বেলগাছিয়া, কলকাতা ৭০০০৩৭, ৩. অগ্রদ্বীপা দাশগুপ্ত সাহা, স্বামী - রাজীব কুমার দাশগুপ্ত পিতা - মৃত সুশীল কুমার সাহা সাং - ২৫৩/এ, ইলিয়াস রোড, পানিহাটি, থানা - খড়দহ , জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন - ৭০০০৫৮ গত ইং ১১.০৪.২০২৩ তাং কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর. অফিসের IV-41 নং আমমোক্তার নামা দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় ১. দেবজিৎ সরকার, পিতা - মৃত হিরন্ব সরকার সাং - নেদিয়ারপাড়া পোঃ - কৃষ্ণনগর থানা -কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, ২. সোমনাথ প্রামানিক পিতা - মিতা ঠাকুরপদ প্রামানিক সাং ও পোঃ - শক্তিনগর থানা - কোতোয়ালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০২ উক্ত আমোক্তারদ্বয় হইতে গত ইং ১২/০৬/২০২৫ তাং I-6217/2025 নং দলীল বলে 92 নম্বর কৃষ্ণনগর মৌজার খাতিয়ান নং আর.এস. ১০১৮২ এল.আর. ৪৩০৩৮ দাগ নং - আর.এস. ৩২৭৭৪ এল.আর. ২৪৫৮৩ মোট ০৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন নবকুমার বায়েন পিতা - বিমল বায়েন সাং - বনমালীপুর পোস্ট - ভীমেশ্বরী বাজার, থানা - ভগবানপুর জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর পিন - ৭২১৪৫৮, উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

দলিল হারানো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৺**সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে ১৭.০৭.১৯৫৮ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অফ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **৫৯৬৩/১৯৫৮ নং খরিদা অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি হারিয়ে গেছে**। যাহার **তপশীল** জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, কাপাসডাঙ্গা মৌজায়, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, জে.এল. নং ১০, ৫৪২ নং খতিয়ানে, ১৫৬৩ ও ১৫৬৪ নং দাগে রিভিশনাল সেটেলমেন্টের ৯৭৪ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৫৬৪/৩৭৮৩ দাগে পতিত জমি ৫ কাঠা সম্পত্তি। এই মর্মে স্থানীয় **চুঁচুড়া থানায়** একটি **জেনারেল ডায়েরী** লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং ৮৬ তারিখ ০২/০৭/২০২৫**। প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল **শ্রী কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য** পিতা গোপাল ভট্টাচার্য্য ও **শ্রীমতী অনুশ্রী ভট্টাচার্য্য** স্বামী কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য সাকিম ৩২৩, চ্যাটার্জ্জী লেন, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয় বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির দখলিদার ও মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত খরিদা দলিল দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা ঘোষনা করা যায় যে, আমার মক্কেল **শ্রী গৌতম ঘোষ**, পিতা - নকুল চন্দ্র ঘোষ, ঠিকানা ৩৬৮/২০৩, এস.এস. বোস সরনী, বৈদ্যবাটী, হুগলী, গত ইং ১০/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে I - ৬৩৪৩/২০২৩ দলিল মূলে জেলা - হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা - চক, জে.এল নং ১, এল.আর. খতিয়ান ৩২, ১৩৯, ২৩০, এল.আর. দাগ ৮৫২ হইতে ০২ কাঠা ০৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট জমি খরিদ করিয়াছে। উক্ত জমি পূর্ববর্তী বিক্রেতা **নির্ম্মল কুমার চৌধুরী**, পিতা- গুরুদাস চৌধুরী এ.ডি.এস.আর শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং I-৩৮৪৭/১৯৯০, তাং ১৪/০৮/১৯৯০ মূলে আমমোক্তার নং -IV, ৭৬/৮৬, তাং ১৪/০৯/১৯৮৬ আমমোক্তার গ্রহীতা **স্বপন ধোলে**, পিতা পঞ্চানন ধোলে আমমোক্তার দাতা **১) অলোকা ধোলে, ২) দিলীপ ধোলে, ৩) রঞ্জন ধোলে, ৪) চন্দন ধোলে, ৫) ঝর্না ধোলে, ৬) কমলা ধোলে, ৭) অনিমা পাড়ুই, ৮) উত্তরা ঘোষ, ৯) বন্দনা ঘোষ**, সাং চক, বৈদ্যবাটী দীগের কাছ হইতে খরিদ করেন। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য তাং হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মহঃ আফজাল হোসেন (এ্যাডভোকেট)
শ্রীরামপুর কোর্ট,
Enl. No.- F-1643/1636/1999

দলিল হারানো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)মৃণাল চক্রবর্ত্তী** পিতা রমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও **২)সুজাতা চক্রবর্ত্তী** স্বামী মৃণাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়/মহাশয়ার নামে ১৯৯৮ সালে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 5107/1998 নং **খরিদা অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি হারিয়ে গেছে**। যাহার **তপশীল** জেলা হুগলী, থানা উত্তরপাড়া, বড়বাহেরা মৌজায়, নবগ্রাম জি.পি., জে.এল. নং ০৫, পূর্ব এল.আর. আর.এস. ১২৪, ৮৩ ও ৪৬২ নং তথা ৩৪৪৭ ও ৩৪৪৮ নং তথা হাল এল.আর. ৮১৩৫ নং খতিয়ানে, আর.এস ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ তথা এল.আর. ৬৪৯ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০৫৪ একর বা ০৩ কাঠা ০৫ ছটাক। এই মর্মে স্থানীয় **উত্তরপাড়া থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং ৫৩০ তারিখ ২৩/০৫/২০২৫** । প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অমিত ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺অতিন্দ্র কুমার ব্যানার্জ্জী সাকিম ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী রোড, নবগ্রাম, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৪৬ মহাশয় বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির দখলিদার ও মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত খরিদা দলিল দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ত্রিদীপ বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
হাই কোর্ট, কলকাতা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, ২)শ্রী হরিহর ঘোষ, ৩)শ্রীমতী গীতাঞ্জলী শেঠ** স্বামী শ্রী শ্যামসুন্দর শেঠ, ১ থেকে ৩ নং এর সাকিম বক্সীগলি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৪)শ্রীমতী রুপাঞ্জলি পাঁজা** স্বামী শ্রী তপন পাঁজা, সাকিম হারিধাম মেমারী, গলসী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, **৫)শ্রীমতী রমা নিয়োগী** স্বামী শ্রী শুভেন্দু নিয়োগী সাকিম ডাঃ এস.পি. ঘোষ রোড বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, ১নং এর স্বামী ও ২ থেকে ৫নং এর পিতা ৺ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/০৬/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-138/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **আশিক আনসারী** পিতা মৃত আব্দুল হামিদ, সাকিম ৭৮(পুরাতন ২), আর.বি. এস. রোড কড়াইকল, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২১/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1505/2025 নং দলিল মূলে মহঃ আসিফ পিতা মৃত মহঃ বদরুদ্দিন সাকিম ৪১/১৫, কে.বি.এম. রোড চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে কমবেশী ২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, জে.এল নং ২২১, আর.এস. ৬৯৩ তথা এল.আর. ১৫১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪২৫৫ তথা এল.আর. ৪৪৩৮ নং দাগে, শালি জমি ০.৩২৪১ একর তন্মধ্যে কমবেশী ২ কাঠা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **মহঃ আসিফ** পিতা মৃত মহঃ বদরুদ্দিন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate),
Chandernagore Court, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘অপারেশন ননহে ফরিশতে’র আওতায় ৭ শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের রেল সুরক্ষা বাহিনী ‘অপারেশন ননহে ফরিশতে’ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ১৫ জুলাই হাওড়া ও মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেন থেকে মোট ৭ জন নাবালককে উদ্ধার করেছে।

হাওড়া স্টেশন থেকে ২ জন, বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়ানো ২২৫০৪ নম্বর ট্রেন থেকে ৩ জন, পাকুড়ের কাছে ১৩০১১ নম্বর ট্রেন থেকে ১ জন ও সাহেবগঞ্জ স্টেশন থেকে আরও ১ শিশুকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া প্রত্যেককেই যথাযথ নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিশু সহায়তা কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আরপিএফ-এর এই দ্রুত পদক্ষেপ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে আরও একবার তুলে ধরল। বর্তমানে শিশুরা সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের পরও জল ছাড়া বাড়াল ডিভিসি, ঘোরালো হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানালেও, জল ছাড়ার মাত্রা আরও বাড়াল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। ফলে রাজ্যের একাধিক জেলায়, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে, বন্যা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ডিভিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দিনভর পাঞ্চেত ড্যাম থেকে ৩৭ হাজার কিউসেক এবং মাইথন ড্যাম থেকে ১৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ দুই ড্যাম মিলিয়ে মোট ৫৫ হাজার কিউসেক জল রাজ্যের দিকে আসছে। এই অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলার নদী ও খালবিলের জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। পাশাপাশি দামোদর অববাহিকার অন্যান্য এলাকাতেও নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বৃষ্টিপাত ও ডিভিসি-র জল ছাড়ার জেরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা প্লাবিত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে নবান্ন থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জেলাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এই অবস্থায় ডিভিসির জল ছাড়া আরও বাড়ায় প্রশাসনের উদ্বেগ অনেকটাই বেড়েছে।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন; রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ডিভিসি জল ছাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য ১৫ বছর ধরে এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে, নীতি আয়োগের বৈঠকেও বলেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এর মধ্যেই সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ওয়েস্ট ডিভিশন) পরপর মেইলকে করেছেন ডিভিসিকে। সেখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারগুলির যে জল ধারণ ক্ষমতা রয়েছে, তাতে জল ধরে রাখা সম্ভব। তাহলে কেন লাগাতার জল ছাড়া হচ্ছে? মঙ্গলবার রাত ও বুধবার সকাল; এই দুই সময়েই নবান্নের নির্দেশে ডিভিসিকে পরপর মেইল পাঠানো হয়েছে। সেখানে রাজ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, ডিভিসির জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার দরুণ যে ক্ষতি হবে তার দায় নিতে হবে ডিভিসিকে।

তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চিহ্ন নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের একটি মন্তব্য ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হল রাজ্য রাজনীতি। মুসলিম মহিলাদের সিঁদুর ও শাখা-পলা পরা, নজরুলগীতি, সিরাজউদ্দৌলা ও মাটন বিরিয়ানি নিয়ে সাগরিকার করা মন্তব্যে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, হিন্দু নারীদের পবিত্র প্রতীকের প্রতি অবমাননাকর ভাষা প্রয়োগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ সাগরিকা ঘোষ লেখেন; বিজেপি অশিক্ষিত এবং দুষ্ট প্রকৃতির। তারা কোনওদিন বাংলাকে বুঝবে না। ওরা জানে না, বাংলায় নজরুলগীতি সব সম্প্রদায়ের মানুষই গান, নির্দিষ্ট বয়সের অনেক মুসলিম মহিলাও সিঁদুর ও শাখা-পলা পরেন, সিরাজউদ্দৌলাকে ১৮'শ শতকের দেশপ্রেমিক নবাব যিনি পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, বাংলা ভাষা হিন্দু-মুসলিম উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করে, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়েই গর্বিত বাঙালি এবং মাটন বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে! না, নিম্ন আইকিউ-র পশ্চাদপদ বিজেপি কখনও বাংলাকে বুঝতে পারবে না।

এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই বিজেপির তরফে পাল্টা কটাক্ষ করা হয়। এক সরকারি প্রতিক্রিয়ায় তারা লেখে, আপনার বাজে কথা আর বলার দরকার নেই। আমাদের মা-বোনেদের পবিত্র পরিচয়কে অপমান করার কোনও অধিকার তোমার নেই। কাশ্মীরে হিন্দু পুরুষদের জঙ্গিরা হত্যা করেছিল, কারণ তাদের স্ত্রীদের সিঁদুর পরা ছিল। আমাদের সিঁদুর ও শাখা-পলা হলেন দেবী কালী ও দেবী চণ্ডীর শক্তির প্রতীক। বাংলার দুর্গাস্বরূপা নারীরা সাগরিকার এই পাপ ক্ষমা করবেন না।

বিজেপির অভিযোগ, এই মন্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য করা হয়েছে। তাদের দাবি, বাংলায় দুর্গাপুজোর আবহে ধর্মীয় চিহ্নকে সাধারণীকরণ করে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে এই বিতর্ক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা সাগরিকা ঘোষের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিনিয়োগ এনে ভুট্টা চাষে আত্মনির্ভর হতে চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে গবাদি পশু, পোলট্রি ও মাছের খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে রাজ্য সরকার আগামী তিন বছরে অতিরিক্ত ৬০ হাজার হেক্টর জমিকে ভুট্টা চাষের আওতায় আনতে চায়। বণিকসভা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তর মন্ত্রী সুব্রত সাহা একথা জানান। তিনি জানান, ভুট্টা বছরে চারবার চাষ করা যায়। কিন্তু রাজ্যে যথাযথ প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা না থাকায় অন্য রাজ্যের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাদের এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য তিনি আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগ হলে কৃষকদের মধ্যে ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়বে এবং সারা বছরের স্থায়ী আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ভুট্টা চাষে কৃষকদের উৎসাহ দিতে এবং উৎপন্ন ভুট্টা সরাসরি ব্যবহার করতে পশ্চিমবঙ্গ লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএলডিসিএল) ইতিমধ্যেই কৃষক উৎপাদক সংস্থার এফপিসি থেকে সরাসরি ভুট্টা কেনা শুরু করেছে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং কম বৃষ্টিপ্রাপ্ত এলাকায় বিকল্প ফসল হিসেবে ভুট্টা চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন রাজ্যের আলু সমস্যাও স্বীকার করে নেন মন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বছরে রেকর্ড উৎপাদনের কারণে আলুর উদ্বৃত্ত সমস্যার মোকাবিলায় আন্তঃরাজ্য রপ্তানির রূপরেখা ভাবা হচ্ছে। তাঁর কথায়, এ বছর রাজ্যে ১৪৫.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছে, যা গত বছরের ১২৭.৬৩ লক্ষ টনের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১২ সালে যখন আমি এই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলাম, তখন রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মিড ডে মিল প্রকল্পেও আলু সরবরাহ করা হয়েছিল। এবার কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী আমাকে এই বিষয়ে বৈঠক ডাকার অনুরোধ করেছেন। আমি দপ্তরের সচিবকে সমন্বয় করে দ্রুত বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছি।

আমরা সবাই একসঙ্গে, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রাজপথে— এই স্লোগানেই ২১ জুলাইয়ের আগে মহামিছিলে যোগ দিল উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি। যার নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার।

দক্ষিণেশ্বরে ৫০ কেজি গাঁজা-সহ ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের পার্কিং এলাকার কাছে হল পুলিশের বড়সড় তল্লাশি অভিযান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা-সহ হাতেনাতে পাকড়াও করে চার যুবককে।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের শিখরপুর এলাকার সুমন বর্মন, কোতোয়ালি থানা এলাকার পার্থদেব শর্মা, মিঠুন রায় ও দিব্যজ্যোতি আইচ। সকলেই ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সি এবং কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় চারজনকেই আটক করে পুলিশ।

বুধবার দক্ষিণেশ্বর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত, কোথা থেকে এত পরিমাণ গাঁজা আনা হয়েছিল; তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন চারজনকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে।

গাঁজা পাচারচক্রের উৎস ও পরিসর জানার জন্য ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে আরও জেরা করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ekdin_page_3_Layout 1 7/16/2025 11:40 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ জুলাই ২০২৫, ৩২ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

স্বস্তিতে পরেশ, স্বপন, পাপিয়া

■ ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সাময়িক স্বস্তিতে বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার এবং পাপিয়া ঘোষ। বুধবার নিম্ন আদালতে তাঁদের হাজিরা পিছিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, ১ অগস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের ঘটনায় সিবিআই চার্জশিটে নাম রয়েছে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার এবং পাপিয়া ঘোষের। এরপরই তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আগাম জামিনের জন্য। সেই মামলাতেই আপাত স্বস্তি মিলেছে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালদের।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক হিংসা। সেই সময় বেলেঘাটায় খুন হন বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার। ওই ঘটনার তদন্তের ভার সিবিআইকে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই প্রথমে একটি চার্জশিট জমা দিলেও একইসঙ্গে সামনে আসে আরও কিছু তথ্য। এইসব তথ্যের ভিত্তিতেই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়ার পর অভিজিৎ খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮-তে।

আরজি কর স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা

■ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালতে ষষ্ঠ স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। এই রিপোর্ট জমা পড়ার পরে ফের ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বুধবার শিয়ালদহ আদালতে সিবিআই জানায়, ১০ জুন থেকে ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে নতুন করে সাত জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ৩২টি সিসিটিভি ফুটেজ পুনরায় খতিয়ে দেখা হয়েছে। তদন্ত এখনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের দিকেই এগোচ্ছে।

সিবিআইয়ের এই দাবির প্রেক্ষিতে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি প্রশ্ন তোলেন, কলকাতা পুলিশের তদন্ত যেখানে শেষ হয়েছিল, সিবিআইও কি সেখানে আটকে আছে? পাশাপাশি তিনি প্রশ্নও তোলেন, তদন্তে আর নতুন কোনও তথ্যই উঠে এসেছে কি না? পাশাপাশি এ প্রশ্ন করতে দেখা যায়, যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত চার্জশিট কেন দেওয়া গেল না? তবে এদিন যে প্রশ্ন আদালতে আলোড়ন তোলে তা হল, তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং সিবিআইয়ের সিনিয়র অফিসার সম্পত মীনার 'ব্যাচমেট' হওয়া নিয়ে। আর এখানেই নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, ব্যাচমেট সম্পত মীনা কি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবেন কি না সে ব্যাপারেও। তবে নির্যাতিতার পরিবারের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সিবিআইয়ের স্পেশাল পিপি জানান, 'ব্যাচমেট হওয়া কোনও অপরাধ নয়। তবে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

সরলো নিম্নচাপ

■ মঙ্গলবারের মতো বুধবারও কলকাতার দিন শুরু হয়েছিল মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টি দিয়েই। দুপুরেও হয়েছে বৃষ্টি। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্য থেকে সরে গিয়েছে নিম্নচাপ। শক্তিক্ষয় করে তা নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ফলে জেলায় জেলায় কমতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে বৃষ্টি একেবারে থামছে না, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আগামী সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কোথাও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি আরও বাড়বে। অন্যদিকে, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে ধীরে ধীরে।

বাংলায় কথা বললেই ভিনরাজ্যে আটক, উদ্বেগ প্রকাশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে দেশজুড়ে। গোটা দেশজুড়ে একই সময়ে কেন দেশের বাইরে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হল, কেনই বা বাংলায় কথা বললে তাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিক মামলায় কেন্দ্রকে এই প্রশ্নই করলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। পাশাপাশি, বাংলায় কথা বললেই কাউকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হচ্ছে, এই অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে আদালত। একই সময়ে সব রাজ্যে এই অভিযান হলে তার পেছনে তো কেন্দ্রীয় স্তরে সমন্বয় থাকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'অভিযোগ উঠছে, বাংলায় কথা বললেই অনেককে আটক করা হচ্ছে। এটা হলে কিন্তু সমাজে ভুল বার্তা যাবে। এমন সিদ্ধান্ত থেকে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।'

বাংলাদেশি সন্দেহে ভিন রাজ্যে আটকে রাখা হচ্ছে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের। এ নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে বাংলায়, ঠিক তখনই দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করা নিয়ে দু'টি পরিবার মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার শুনানিতে আগেই রাজ্যের মুখ্যসচিব ও দিল্লির মুখ্যসচিবকে সমন্বয় করে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলেছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। এবার এদিনের শুনানিতে তুলে দিলেন আরও গুরুতর প্রশ্ন। তা নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিচারপতির স্পষ্ট কথা, আপনারা খোঁজ নিন, আমরা সমাধান খুঁজতে চাই।

এদিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোরাল সওয়াল করতে দেখা যায়। সওয়াল জাবাবের মধ্যেই দিল্লির কেস তুলে ধরে তিনি বলেন, 'দিল্লির কেস ভয়ঙ্কর। আমরা তদন্ত করে দেখেছি। ওরা এখানে থাকত। আমাদের স্বরাষ্ট্র সচিব এ বিষয়ে চিঠিও দিয়েছেন।' যদিও পাল্টা যুক্তি ছাড়েনি কেন্দ্রও। এই মামলায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আদালতে সওয়াল করেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হামলার পরে কিছু সন্দেহজনক গতিবিধির ভিত্তিতে কিছু মানুষকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তবে সবাইকে নয়। ধীরজ ত্রিবেদী জানান, মোট ১৬৫ জনকে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৫ জন স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা বাংলাদেশি নাগরিক। বাকিদের যাচাই করা হচ্ছে। যাঁদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত তথ্যপ্রমাণ নেই, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে মামলাকারীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, এই একই বিষয়ের উপর দিল্লি হাইকোর্টে আগে থেকেই একটি মামলা চলছে। অথচ সেই তথ্য গোপন রেখে কলকাতা হাইকোর্টে একই বিষয়ে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেন্দ্রের আইনজীবীদের বক্তব্য, 'আদালতের সামনে ভুল তথ্য পেশ করা হয়েছে। মামলাকারীরা দিল্লির মামলার কথা ইচ্ছাকৃতভাবে বলেননি।'

'বাংলা ভাষা' রক্ষার আন্দোলনকে 'নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক নাটক' বলে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঙালি অস্মিতা রক্ষা করতে চাইলে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিন সংসদে; মুখ্যমন্ত্রীকে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা বাঁচাও' কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে একগুচ্ছ অভিযোগ ও পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন তিনি।

তাঁর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার পক্ষে নয়, বাংলা ভাষাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন। আমরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি; লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে প্রতিযোগিতা হোক। তৃণমূল ও বিজেপি; উভয় দলের বাংলার নির্বাচিত সাংসদরা যেন বাংলা ভাষায় অন্তত একটি করে বক্তৃতা দেন। দেখা যাক, কে বাংলা ভাষাকে বেশি মর্যাদা দেয়।

সরাসরি তৃণমূলকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, ওঁরা বাংলার নাম করে কিন্তু বাংলা বলেন না। আমাদের ১২ জন সাংসদ আছেন, আমরা ১১ জন বাংলায় বক্তৃতা দেব। ওঁদের কয়জন পারবেন? রাজু বিস্তাজি অল্প একটু বাংলা জানেন, বাকিরা কতটা জানেন সেটা সবাই জানে।

তাঁর প্রশ্ন, বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি; এসব নিয়ে এত কথা বলছেন, অথচ বাংলার বাইরে যাঁরা কাজ করছেন সেই লক্ষ লক্ষ বাঙালির প্রতি কোনও দায় নেই। গুজরাতের মতো রাজ্যে অন্তত ১ থেকে ২ লক্ষ বাঙালি শ্রমিক কাজ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাঁদের ফেরত এনে বাংলায় কাজের সুযোগ দিতে পারবেন? তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠদের কাছেই তালিকা আছে; কোন রাজ্যে কত বাঙালি কাজ করছেন। ওঁদের কাছে জানতে চান, কবে কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন সেই সমস্ত শ্রমজীবী বাঙালিদের? শুধু অস্মিতা বললেই তো চলবে না, দায়িত্বও নিতে হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালি পরিচয়' ও 'বাংলা ভাষা' রক্ষার আন্দোলনকে 'নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক নাটক' বলে দাবি করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, যাঁরা নিজেরাই বাংলার বাইরে বাংলা বলেন না, তাঁরাই এখন বাংলা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। মুখে বাংলা, অন্তরে ভিনরাজ্যের রাজনীতি। বাংলার মানুষ সব দেখছেন।

রাজ্যে ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই 'বাংলা বনাম বহিরাগত' বিতর্ক নতুন মোড় নিচ্ছে। তবে এ বার বিজেপির পাল্টা কৌশল;'কারা প্রকৃত বাংলা-প্রেমী', সেই পরীক্ষা সংসদেই।

আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় দোষী সঞ্জয়ের আর্জি গৃহীত হল হাইকোর্টে

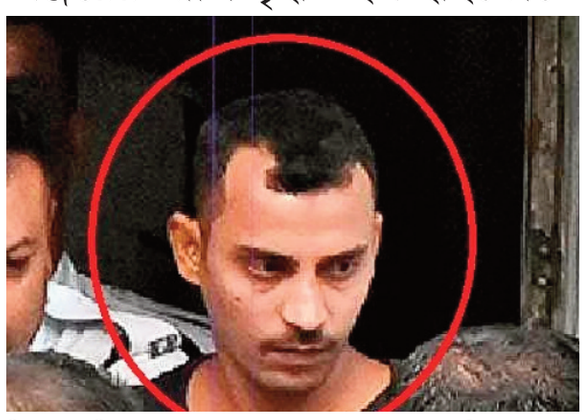

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন মামলায় আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন বরখাস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাই। নিম্ন আদালতের রায়ে তার আমৃত্যু কারাদণ্ড হলেও এবার সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন সঞ্জয়ের আইনজীবী। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে সঞ্জয় রাইয়ের মামলা গৃহীত হয়। এদিন আদালতে সঞ্জয় রাইয়ের আইনজীবী সওয়াল করেন, সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। বেকসুর খালাস হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সঞ্জয়ের দাবি, গোটা তদন্ত অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে। সিসিটিভি ফুটেজে তার উপস্থিতি থাকলেও, অপরাধের সরাসরি প্রমাণ নেই। সঞ্জয় রাইয়ের আইনজীবীর যুক্তি, সিসিটিভি ফুটেজে হাসপাতালের তিনতলায় সঞ্জয়ের দেখা মিললেও অপরাধের সময়, অর্থাৎ ৪টা ৩৬-এর পরে তাঁর উপস্থিতি নেই। এদিন আদালতে সঞ্জয় রাইয়ের আইনজীবী সওয়াল করেন, সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। আদালত সূত্রে খবর, সিবিআই-এর দায়ের করা মামলার সঙ্গে শুনানি হবে সঞ্জয় রাইয়ের দায়ের করা মামলার। সেপ্টেম্বর মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। বুধবার হাইকোর্ট এও জানিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবার চাইলে এই মামলায় আদালতকে সহযোগিতা করতে পারবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ জুন সঞ্জয় রাই বেকসুর খালাস চেয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। আরজি করের চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয়কে শিয়ালদহ কোর্ট গত জানুয়ারি মাসে যাবজ্জীবনের জেলের সাজা দিয়েছিল। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেছেন ওই বরখাস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের আইনজীবী।

সঞ্জয় রাইকে চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদহ আদালত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণের জন্য মৃত্যু) এবং ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর ২০ জানুয়ারি তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। এই মামলায় দোষীর ফাঁসির দাবি চেয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার ও সিবিআই। কিন্তু বিচারক জানান, ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় বিরলের মধ্যে বিরলতম মামলায়। আরজি করের ঘটনা 'রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার' নয়।

দুর্গাপুজো নিয়ে ভুয়ো প্রচারে লাগাম টানল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন দুর্গাপুজো ঘিরে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে, পোস্টগুলি যে পুরোই ভুয়ো তা স্পষ্ট করল কলকাতা পুলিশ। তাদের স্পষ্ট বার্তা, কোনও পুজো বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশিকা জারি হয়নি, বরং শুধুমাত্র জনসুরক্ষা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ-এর লক্ষ্যেই কিছু আগাম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, দুর্গাপুজো ২০২৫ উপলক্ষে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কিছু ভ্রান্ত তথ্য প্রচারিত হচ্ছে, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, কোনও দুর্গাপুজো বন্ধ করার বা নিয়ন্ত্রণের কোনও নির্দেশ কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জারি করা হয়নি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, উৎসবের সময় জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, যেসব পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশি হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই জনসমাগম পরিকল্পনা অপরিহার্য, যাতে ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খলা না তৈরি হয় এবং প্রয়োজনে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। এই পদক্ষেপগুলি একান্তই পূর্বসতর্কতামূলক এবং এগুলিকে যেন কোনওভাবেই পুজোর আচার-অনুষ্ঠান বা সামাজিক উৎসবে হস্তক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা না করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে পুলিশি বিবৃতিতে। সর্বশেষে কলকাতা পুলিশের আবেদন, সকল নাগরিকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, দয়া করে শুধুমাত্র সরকারি ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই তথ্য সংগ্রহ করুন। ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। সকলের সহযোগিতাই একটি নিরাপদ ও সুষ্ঠু উৎসব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

পুকুর ভরাট করেও পেট ভরছে না, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এখন গঙ্গা ভরাট চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর ভরাট করেও পেট ভরছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তৃণমূলের নেতারা এখন গঙ্গা ভরাট করছেন। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে বিজেপি সমর্থিত জুট শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ কুমার ঝা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানান, হালিশহরে হুকুমচাঁদ জুটমিলের আবর্জনা ফেলে গঙ্গা ভরাট করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ পেয়েই সোমবার হালিশহরে গঙ্গা ভরাটের দৃশ্য সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রের পরিবেশ দপ্তর এবং বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকরা। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এখন গঙ্গা ভরাট চলছে। মিলের আবর্জনা ফেলে হাজিনগর হুকুমচাঁদ জুটমিল কর্তৃপক্ষ গঙ্গা ভরাট করছে। শুধু হাজিনগর হুকুমচাঁদ জুটমিল কর্তৃপক্ষ নয়, জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিল কর্তৃপক্ষও গঙ্গা ভরাট করে জমি দখল করে রেখেছে। আরও অভিযোগ, হালিশহরের পূর্বতন এক চেয়ারম্যান গঙ্গার জমি ভরাট করে অনুষ্ঠান বাড়ি বানিয়ে বহাল তবিয়তে ব্যবসা করছেন। সেখানে তিনি গেস্ট হাউসও বানিয়েছেন। যদিও নিয়ম অনুযায়ী পোর্ট ট্রাস্টের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও বিল্ডিং তৈরি করা যায় না। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, হালিশহরে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় রেলের জমি এবং গঙ্গার জমি দখল করে লুটপাট চলছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও চুপিসারে গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, একদিকে গঙ্গা ভরাট করে বেআইনি উপায়ে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি উত্তোলন চলছে। দু'ভাবেই রোজগার চলছে। আর গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি উত্তোলনের ফলে জুবলি ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালি নিপীড়নের অভিযোগ তুলে বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি নিপীড়নের অভিযোগ প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভিন রাজ্যে কোথাও বাঙালি হিন্দুদের হেনস্তা করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী এবং মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এঁরা বাংলায় এসে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বানাচ্ছে। এখান থেকে নথি বানিয়ে ওরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানের নাগরিকরা হাজিনগর এবং ব্যারাকপুরে এসে নথিপত্র বানিয়ে বসবাস করছে। কাঁচরাপাড়া স্টেশন সংলগ্ন সূর্য কলোনিতে বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা বসবাস করছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির এখন বিকল্প কোনও পথ নেই। ভোট ব্যাংকের লক্ষে তাই ওনাকে রাজপথে নামতে হচ্ছে।

যানজট ও যন্ত্রণা... তৃণমূলের মিছিলের কারণে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে ট্রাফিক জ্যাম। ছবি: অদিতি সাহা

নিমতলা ঘাটের সংস্কারে হাত মিলিয়ে এগোল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দর ও পিএস গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদী ও জনজীবনের সংযোগস্থলে সৌন্দর্য ও সংস্কারের এক নতুন দৃষ্টান্ত গড়তে যৌথ পদক্ষেপ নিল শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা (এসএমপি কলকাতা) এবং পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড। পিএস গ্রুপের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কর্মসূচির অধীনে নিমতলা ইমারশন ঘাটের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে এই দুই সংস্থা একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বচ্ছতা অভিযান' এবং 'নমামি গঙ্গে' মিশনের আওতায় গঙ্গা নদীর পবিত্রতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চুক্তি স্বাক্ষর হয় শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দরের সদর দপ্তর, ১৫ স্ট্র্যান্ড রোডে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন, উপ-চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি, পিএস গ্রুপের ডিরেক্টর সৌরভ দুগড়, গৌরব দুগড় ও অরুণ সাঁচেতি, এবং বন্দরের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

চুক্তি অনুযায়ী, নিমতলা ঘাটের অনুমোদিত নির্মাণ ও সৌন্দর্যায়ন, ল্যান্ডস্কেপিং এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সমস্ত কাজ করবে পিএস গ্রুপ। প্রকল্পের প্রয়োজনে এসএমপি কলকাতা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল ও নিরাপত্তা-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সরবরাহ করবে। কাজ শেষ হলে ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে বন্দর কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি তারা সকল প্রকার সরকারি ছাড়পত্র ও ড্রেনেজ সংক্রান্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও করবে।

রথেন্দ্র রমন বলেন, এই প্রকল্প আমাদের টেকসই নগর উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। নিমতলা ঘাট ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে কলকাতাবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উন্নয়নে যেমন নদীতীরবর্তী সৌন্দর্য বাড়বে, তেমনি নাগরিক গর্বও জোরদার হবে। এই মহৎ প্রয়াসে পিএস গ্রুপকে সঙ্গী করে আমরা গর্বিত।

সৌরভ দুগড় বলেন, নিমতলা ঘাট সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে এক পবিত্র ও আধ্যাত্মিক স্থান। তার সৌন্দর্যায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন শুধু শহরের ঐতিহ্য রক্ষা নয়, নাগরিকদের অভিজ্ঞতাকেও উন্নত করবে। এমন উদ্যোগের অংশ হতে পারা আমাদের জন্য সম্মানের।

এই প্রকল্প নাগরিক পরিসর ও ধর্মীয় স্থানের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি পরিবেশ, পর্যটন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের দিক থেকেও এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠবে। এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের মাধ্যমে শহর উন্নয়নের এক সফল দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা, পূর্বতন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, এটি ভারতের প্রথম বড় বন্দর এবং দেশের একমাত্র নদীবন্দর। সমুদ্র থেকে ১২৬ মাইল (প্রায় ২৩২ কিমি) দূরে অবস্থিত হয়েও এটি দেশের পূর্বাঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রবেশদ্বার। বন্দরটি ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে এটি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল ও ভূটানের বিশাল পশ্চাৎভূমিকে পরিষেবা প্রদান করে। বন্দরের দুটি ডক সিস্টেম রয়েছে;কলকাতা ডক সিস্টেম এবং হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স। এটি ভারতের নৌপরিবহণ ইতিহাসে পথিকৃৎ এবং এখনও দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় বন্দর হিসেবে গৃহীত।

পাশাপাশি পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড পি.এস. গ্রুপ ইতিমধ্যেই হাওড়ায় তাদের অন্যতম উচ্চমানের প্রকল্প 'সানসারা'-র অন্তর্গত একটি আন্তর্জাতিক মানের ঘাট নির্মাণ করছে, যা তাদের জলাধার উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে দৃঢ় করে।

সম্পাদকীয়

আরজি কর, যাদবপুর, কসবার পরও সারছে না ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং রোগ, নেপথ্যে কি সেই প্রভাবশালীদের প্রশ্রয়?

আরজি কর হাসপাতালে ডিউটিরত ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের জেরে ছাত্র মৃত্যুর অভিযোগ। সর্বশেষ কসবা আইন কলেজের ক্যাম্পাসে ভরসন্ধেবেলা কলেজেরই এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। এভাবেই বারবার আক্রান্ত হচ্ছে পড়ুয়ারা। বারবার কলুষিত হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গন। ক্যাম্পাসের এই ছবি দেখে উত্তাল হয়েছে রাজ্য। শোনা গিয়েছে একাধিক কড়া কথা, নেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কিন্তু এত কিছুর পরও রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে নিরাপদ নয় পড়ুয়ারা। নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না অভিভাবকরা। এবার অভিযোগ হাওড়ার একটি কলেজকে ঘিরে। কলেজের ইউনিয়ন রুমে এক পড়ুয়াকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। আরও অভিযোগ, ঘটনায় মূল অভিযুক্তর পাশে দাঁড়িয়েছেন হাওড়াবাসী রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী। ঘটনার পর যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে কার্যত অভিযুক্তের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নতুন করে আর তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই। হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ইউনিয়ন রুমে ছাত্রদের র‍্যাগিংয়ে অভিযোগ সামনে আসার পর ওই মন্ত্রীর সঙ্গে অভিযুক্তের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। বিরোধী ও স্থানীয়দের অভিযোগ, মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না প্রশাসন। অভিযুক্ত আবার টিএমসিপির সহ-সভাপতি। মন্ত্রী জানিয়ে দেন, পুরনো একটা ঘটনা। পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। দলীয় তদন্তেও অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তাই নতুন করে তদন্তের প্রয়োজন নেই। এই সঙ্গে তিনি কলেজে বহিরাগতদের দাপট নিয়ে গোটা দায়টাই অধ্যক্ষ এবং পরিচালন সমিতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই কসবার ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে জড়িয়েছে শাসকদলের নেতা থেকে টিএমসিপি যোগ। কিন্তু অভিযোগ উঠতেই নেতারা দূরত্ব বাড়িয়েছেন। কিন্তু এটা বারবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নেতাদের মদত ছাড়া এ জিনিস চলতে পারে না। প্রভাবশালী যোগেই বেপরোয়া ছাত্রনেতা নামধারী এই সব অপরাধীরা।

শব্দবাণ-৩৩১

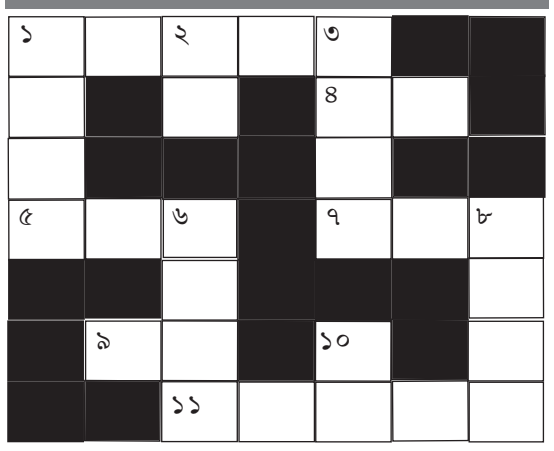

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্কন্ধকাটা ৪. তোতা, শুক পাখি ৫. আগাম অর্থ ৭. সোজা ৯. নামকরা, প্রসিদ্ধ ১১. একধরনের আম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কৃশ ও লম্বা ২. বিস্তৃত ৩. পরনের কাপড় ৬. পর্বতপৃষ্ঠ ৮. লোকোত্তর ১০. তির,শর।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩০

পাশাপাশি: ১. দুঃখপ্রদ ৩. খরচ ৫. বেকারি ৭. লক্ষণ ৮. নজির ১০. অবাচীউষা।

উপর-নীচ: ১. দুত্তোর ২. প্রতিবেদন ৩. খটেল ৪. চরণসেবা ৬. রিডার ৯. জিগীষা।

জন্মদিন

আজকের দিন

জারিনা ওয়াহাব

১৯৩০ *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শচিন ভৌমিকের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জারিনা ওয়াহাবের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কিরণ জুনেজার জন্মদিন।*

মদ্যপানে নষ্ট হচ্ছে ব্যক্তি থেকে সমগ্র সমাজ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এ কথা হলপ করে বলতে পারি যে মদ্যপানে নষ্ট হচ্ছে গোটা সমাজ। একটা সময় ছিল যখন তামাকজাত দ্রব্য মানে বিড়ি, সিগারেট চরম আকার ধারণ করেছিল সমাজে। স্কুল শেষ, কলেজ শুরুর মাঝামাঝি সময়ে থেকে শুরু হয়ে যেত বিড়ি, সিগারেটে খাওয়ার তাণ্ডব। প্রথমদিকে এগুলি লুকিয়ে পান করার একটা রীতি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কোনো পরিচিতির সামনে পড়লে তৎক্ষণাৎ ফেলে দেওয়া বা হাতের ফাঁকে উল্টো দিকে লুকিয়ে বিড়ি বা সিগারেট রাখাটা হামেশাই দেখা যেত। এমনও দেখেছি যে এই পদ্ধতিটি আপ্লাই করতে গিয়ে কারো হাতে ছ্যাঁকা,কারো গায়ে লাগা বা অন্যের প্যান্টে ছ্যাঁকা লাগা আকছার হতো। কিন্তু তা এখন অতীত। আমরা পরবর্তীতে দেখেছি তামাকজাত দ্রব্য কিছুটা কম হলেও গুঠখা, খৈনির মত কিছু দ্রব্যের রমরমা। আমরা হতবাক হয় এই নেশার কুপ্রভাব দেখে-- যা সমাজকে ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছে! কি যে মজা পায় জানি না; তবে এটা বুঝি যে সমাজের উচ্চস্তরে যা চলে তা আপামর হতে খুব বেশি সময় লাগে না। আপনার রোল মডেল যখন এই নেশার কথা বলে সকলকে আমন্ত্রণ জানায় বিজ্ঞাপনে তখন আপনার কোনো কিছু আর সংশয় থাকে কি? নেশা এমন এক জিনিস যা বন্ধু বাড়ায়। তাই ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়ে নেশা। কিন্তু আরও সমস্যা হলো যখন সেই নেশা সোমরস রূপে আঁকরে ধরে গোটা সমাজ।

হ্যাঁ, মদের কথা বলছি। মনে করি মদ নেশার মধ্যে সবথেকে ক্ষতিকারক। আমাদের সমাজের অধিকাংশ সর্বনাশের কারণ হল মদ। আমরা দেখছি কিভাবে আমাদের সমাজটা ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছে এই মদের নেশায়। ছোট বড় সকলে এই মদের নেশায় আসক্ত। রাত আটটা সাড়ে আটটা থেকে আমরা দেখছি কিভাবে মাতাল পরিবেশ হয়ে উঠছে আমাদের সমাজ। আমরা ভেবে কুল কিনারা করে উঠতে পারছি না কিভাবে কি করা যায়! একটু ফাঁকা জায়গা হলেই হলো। সঙ্গে দুই বন্ধু হলে আরো জমবে। এখন ওদের পৃথিবী -- কে দেখে তখন! এ বলে আমায় দেখে তো ও বলে আমায়। কাউকে পরোয়া নেই। একটু খালি জায়গা পেলেই হলো। এমন কোনো রাস্তা নেই, এমন কোনো গলি নেই যেখানে এই মাতালদের আস্তানা নেই। মাঠ গুলিতে বেশি রাতে আসর জমে। ফ্ল্যাট গুলোই বেশি রাতে আসর মজে। বিশেষত ছাদে। আর মস্ত বাজার তো খোলা রয়েছেই। মানে হোটেল,রেস্তোরাঁ, পাব, পানশালার মত কত কি! আমি একজনকে চিনি যে কিনা আমার খুব পরিচিত কিন্তু রাত এগারোটার পর আমাকে সে চিনতে পারে না। বলে, আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে কোথায় যেন দেখেছি বলুন তো? আরেকজনকে চিনি যে কিনা আমার লেখার অন্ধ ভক্ত। দিনে আমাকে খুব সম্মান দেয়। কিন্তু রাতে ওই মদ পেটে গেলে বলে — শ্যালা, লিখে সমাজ বদলাবি! পারবি না। ভাবুন আমাকে সম্মান দেওয়া ওই ব্যক্তি আমাকে শ্যালা বলছে কিম্বা তুই তো কারী করছে। মজার ব্যাপার হলো পরে কোনোভাবে সে জানতে পারে তার খারাপ ব্যবহারের কথা। ওই ব্যক্তি আমাকে পরদিন আবার মদ খেয়ে রাত বারোটার পর আমার দরজায় এসে নক করে। কান্নাকাটি করে বলে - আমার ভুল হয়েছিল আমাকে মাফ করে দাও। বললাম- ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে বেচারা গো ধরে আবারো বলে- ভালো মনে বলো আমায় মাফ করে দিয়েছ? এইরকম কত ঘটনাই না আছে যা হয়তো আপনারও খুব চেনা।

এ তো গেলো স্বাভাবিক সেই সব ঘটনা। যা আপনার আমার খুব পরিচিত। এখনো তো সেই ঘটনার কথা বলা হলো না যেখানে নেশার কালো অভ্যাস জীবনের কত ক্ষতি করে দেয়! তবে চলুন আমরা সেই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনার ঘরে পায়চারি করে আসি। ঘটনা ১ মাধ্যমিক দিয়েছিল মেয়েটা। মেয়েটা ডেপো। ওর চাল ঢাল আগে থেকেই ভালো নয়। পড়ার ছুতোয় ঘুরে বেড়াতো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে। স্যার ওকে সন্দেহ করছিল অনেক দিন থেকেই। হ্যাঁ, সন্দেহটা ঠিক। জিজ্ঞাসা করেছিল-কতদিন চলছে? প্রথমে অস্বীকার করে। বেশ কিছু দিন পরে ওই একই প্রশ্নের উত্তর — তিনমাস হলো।

আর কি হলো?— না, তেমন কিছু নয়, মানে যা হয়। — মানে? সবদিকে ছোঁয়া, চুম্বন। এরপর গর গর করে সব বলে। — বুঝিনি তবে রক্ত বের হলেও আনন্দ লাগছিল। ভাগ্যিস ওর ঘরে ওয়াইন ছিল। বুঝুন! ঘটনা ২ পরিবারটা হাই এডুকেটেড। বাট রাতে ওরা কেউ সুস্থ থাকে না। প্রায় দিন বাইরে যায়। এক ছেলে। বউ ও চাকরি করে। মোটামুটি রাত করে খায়। সবাই একসঙ্গে। কি একটা অনুষ্ঠান ছিল। বেশ গিলে ছিল। সকালে থানা পুলিশ! জানা গেলো বাড়ি থেকে আলমারি, ফ্রিজ, টিভি, চারটি দামী মোবাইল,প্রায় দেড় ভোরি সোনা আরো কত কি চুরি গেছে! চোরেরা সময় নিয়ে এই কাজ করেছে। কারণ সকলে ছিল বেঁহুশ। মানে অবস্থা মদে মাতাল। ঘটনা ৩ মোটামুটি মেঘলা দিন। পার্কে যা হয়। ছেলেটা প্রতিবাদী। অনেকদিন থেকেই প্রতিবাদ করছে। কেউ শোনে না। তবু সে প্রতিবাদ বন্ধ করে না। এটা ওই ক্যাপল জানত। মেয়েটা এটা জানত না তার প্রেমিক এই কারণে কাউকে খুন করতে পারে। ছেলেটা ধরা পরে। জানা যায় সে চরম ড্রিঙ্কস করে ছিল। মেয়েটাও। ঘটনা আর বাড়ালাম না। কারণ এমন অনেক কিছুই আপনারও জানা।

তবে চেনা যে বিষয় — তা হলো মাদকাসক্ত হলে ক্ষতি কত! হ্যাঁ প্রচুর ক্ষতি। প্রতি মুহূর্তে মরে মানুষ। ইয়েস, মদের নেশায়। কি আছে জানি না এতে। তবে যারা জানেন না তাদের না জানায় ই ভালো। তবে এটা জানি এতে সর্বনাশ আছে। উপরের তিনটি ঘটনায় আমরা দেখলাম চরম সর্বনাশ। আরো কত অজানা সর্বনাশ আছে যা আমাদের সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে দেয়। আমরা দেখেছি অনেকে অনেক শপথ নিয়েও এটাকে ছাড়তে পারে না। পারে না কারণ — নেশা। ভুল বললাম। চরম নেশা। তবে অনেকে বলে ওটা অজুহাত। ছাড়লে ছাড়া যায়। চেষ্টা করলে কি না হয়। তবে ছাড়তেও আমরা দেখেছি। যেমন কোনো বাবা তার ছোট্ট মেয়েকে সেদিন চুমো না দেওয়াতে জিজ্ঞাসা করল উত্তর আসে — বাবা তোমার মুখে গন্ধ,সেদিন থেকেই বাবার মদ খাওয়া বন্ধ। এমন ঘটনা জানা আছে কিনা জানি না যে,বোন ফোঁটা দেইনি ভাইকে তার মুখে গন্ধ পেয়েছিল বলে। ভাইও সেদিন থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল মদ খাওয়া। না, সে আর কোনোদিনই খায়নি। এটাও বা কম কি! কত ছোট ছোট কারণে কত আবেগময় হয়ে থাকে কত কেউ তা তো আমরা দেখি। না, দুর্গাপুজোর ভাষণে, কালী পুজোয়, বিশ্বকর্মা পুজোয় না তেমন কোনো ওকেশনে কত কেউ আঘাত খেয়ে পুরোপুরি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে --এমনও উধাহরন পাই। আমরা ড্রিংকিং ড্রাইভিং এ কত প্রাণ প্রতি বছর নষ্ট হতে দেখি। ট্র্যাফিক সাংঘাতিক স্ট্রিক এই বিষয়ে। তাও সামলানো দুষ্কর হচ্ছে মাতালের প্রাচুর্য। তবে আরো আরো অনেক উধাহরন হয়তো আপনারও জানা আছে সে সবিস্তারে আর নাই বা গেলাম। তবে নেশা থেকে সতর্ক হতে হবে আমাদের সকলের। কিভাবে হবে এর থেকে মুক্তি তা বলা বা কর খুবই শক্ত। তবে মুস্কিল কিছু নয়। সরকারকেও ভাবতে হবে। তবে সচেতনতা হলো এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র রাস্তা। চলুন না তাই আর দেরি না করে আমারা সকলে মদ্যপানে আসক্ত না হওয়ার শপথে বিচরণ করি।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একমাত্র বিজেপি পারে বঙ্গকে নতুন বঙ্গ উপহার দিতে

সুবল সরদার

দীর্ঘ সময় ধরে বঙ্গে কেন বিজেপির তৃণমূলের প্রকৃত বিরোধী হিসেবে গড়ে উঠতে পারল না ? সেই আত্ম সমীক্ষার কথা বিজেপি কখনো ভাবেনি। একটা সময় ২২ জন এমপি নিয়ে লোকসভায় তাঁরা আলো করে বসেছিলেন। তখন বিজেপির এতো প্রচার ছিল না । ঢাক ঢোল পেটাতে হয় নি। জনগণের আত্মা সব সময় বিজেপির সঙ্গে থাকে। জনগণ ভাবে একমাত্র বিজেপি পারে নতুন বঙ্গ উপহার দিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজ ক্রমশঃ ক্লিশে হয়ে এসেছে । সততার প্রতীক তিনি আর নন। তিনি দুর্নীতির প্রতীক হয়ে উঠেছেন। সবাই জেনে গেছে তাঁর প্রলাপ, বিলাপ, মিথ্যার প্রতিশ্রুতির কথা। ব্যাক্তি স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাঁর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অন্যদিকে যখন 'ভাগ মুকুল ভাগ' বলে মুকুল বাবুকে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে টেনে নিলেন,সেই দিন থেকে বিজেপির ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল। বিজেপির কোন নীতি, আদর্শ বলে কিছু থাকে না। তারপর তো আপনারা জানেন মুকুল বাবু কখন কোন দলে অবস্থান করেছেন বোঝা মুশকিল হয়। বিগত বিধান সভার নির্বাচনে এক রাশ নেতা নেত্রীরা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেন এবং বিজেপির টিকিটও পান। নির্বাচনে পরাজয়ের পর এক এক করে তাঁরা আবার তৃণমূলে ফিরে যান। নেতা নেত্রীদের ঘনঘন দলবদল জনগণ কখনোই ভালো চোখে দেখে না। বিজেপির বক্তব্য তাঁদের দলে নাকি নেতার অভাব আছে। তাই তাঁরা তৃণমূল থেকে ধার করে নেতা নেত্রীদের আমদানি করেন। টিকিট বিলি হয় নাকি মোটা টাকার বিনিময়ে।

বিজেপির সেই শনির দশা এখনও চলছে । বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলিপবাবুর বেসুরো মনোভাব। দল বিরোধী মন্তব্য,কাজকর্ম এবং মমতা ভজনা বিজেপি কর্মীরা ভালো চোখে দেখছে না। অন্যদিকে বিয়ে পাগল অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর মতো ফেসবুকে নিউড হওয়া ভাইরাল ছবির নেত্রী তৃণমূলের রাজন্যা হালদার বিজেপিতে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। নেতা নেত্রীদের ব্যাক্তিগত সুবিধা, ব্যাক্তিগত পরিসরের জন্যে বিজেপি দলের নানান আয়োজন। এখানে আরএসএসের কোন আদর্শ -পাঠ চোখে পড়ে না। একটা সময় বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে চম্বলের ডাকাত বলতেন তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে বাংলার বিজেপির রঘু ডাকাত নেতা নেত্রীরা একজোট হয়ে বিজেপির ভাঙ্গন তরান্বিত করেন । সেইজন্যে বিগত বিধান সভার নির্বাচনে বিজেপি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী মনোভাব, স্বেচ্ছাচারী কাজকর্ম, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি তবুও কেন্দ্র নীরব থাকে। কখনো মনে হয় কেন্দ্র রাজ্য কোথাও সেটিং হয়ে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সলিড ভোট ব্যাংকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ৩০ পার্সেন্ট মুসলিম ভোট যাদেরকে তিনি দুধেল গাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই কোন মুসলিম ক্রিমিনাল, রেপিস্ট, খুনি ডাকাতদের পুলিশ ধরতে পারে না। একটা মুসলিম মস্তান ধরা মানে মমতার বুকের হাড় ভেঙে যাওয়া। তারা তাঁর নয়নের মণি। তাই এই সব মস্তান ,গুন্ডাদের ভয়ে পুলিশদেরকেও টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়তে হয়। অনুব্রতদের মতো নেতারা পুলিশদের মা ,বউ দের ধরে উদম খিস্তি দিলেও হজম করে নিতে হয়। মুসলমানদের জন্যে অবাধ খুল্লাম খুল্লাম প্রশাসন। খুব স্বাভাবিক কারণে মুসলিম ভোট একচেটিয়া তৃণমূলে যায়। আর আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভোট, ১৫ পার্সেন্ট সুনিশ্চিত। মোট ৪৫ পার্সেন্ট. ভোটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বিজেপিকে যা খুব কঠিন বলা যায়। মুসলিমরা ইউনাইটেড বাই রিলিজিয়ন আর হিন্দুরা ভিভাইডেড বাই পলিটিক্স এই সমীকরণের পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটছেন। তাই তিনি বিগত লোকসভার নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে বহরমপুর কেন্দ্রে ক্রিকেটার ইরফান পাঠানকে প্রার্থী করেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে। এখানে বলে রাখি ইরফান পাঠানের জায়গায় আফগানিস্তানের কোনো মুসলিমকে যদি প্রার্থী করতেন তিনিও জিতে যেতেন। ফল বেরোনোর আগে থেকেই সবাই জানে কে জয়ী হবেন। তাই অধীর চৌধুরী বারবার বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আছে সিএএ , ডিটেনশন ক্যাম্প, ওয়াকফ বিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোল্লাদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন বিজেপি তাদেরকে নাকি দেশ ছাড়া করবে। বঙ্গ জয় নিয়ে কেন্দ্রের কোন সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির নেতা নেত্রীদের দলের প্রতি কোন অন্ধ আনুগত্য দেখা যায় না। দলে পদ দিলে থাকবো অন্যথায় তৃণমূলে নাম লেখাব । বিজেপির নেতা নেত্রীদের জনগণের সঙ্গে কোনো জনসংযোগ আছে বলে মনে হয় না। মঞ্চে গরম গরম ভাষন, তারপর সব শেষ। ভাষন শুনে কি পেট ভরবে। ব্যাক্তি আক্রমণ,ভাষা সন্ত্রাস ছাড়া কিছু দেখা যায় না। এস এস সির দুর্নীতি,চাকরিহারা, বেকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলকারখানা স্থাপনের কোন দিশা নেই। লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, বিদ্যুৎ মাশুল, লোডশেডিং, পথ-ঘাট, রাস্তা মেরামত এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে বিজেপির মুখে কোন রা শব্দ নেই। মনে হয় বাঙালি শুধু চির কাল বঞ্চনার শিকার হয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এখানে একটা মাত্র শিল্প আছে নেতা হওয়া শিল্প। আগামী ২৬ শে নির্বাচনে কতগুলো রক্ত ঝরবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় কারণ এখানে ল এবং অর্ডার দুটোই নেই। বিজেপির পাল ছেঁড়া নৌকা নিয়েও শমিক ভট্টাচার্য একটা কঠিন লড়াই দেবে সে দাবি করা যায়। আগামী বিধান সভার নির্বাচন শমিকবাবুর কাছে অ্যাসিড টেষ্ট হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজেপির সভাপতি বদল অনিবার্য ছিল। আগের ডাঃ বোটানি (সুকান্ত) মজুমদারের ভাষণে না ছিল ঝাঁঝ, না ছিল কোন আন্দোলন। বর্তমান সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য্য সুবক্তা। জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রক্সিমিটি আছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দূর হবে বলে আমি মনে করি। তাঁর ভাষণে হিন্দু মুসলিম মিলনের সুর আছে। মুসলমানদের ভয় কাটবে। ডিটেনশন ক্যাম্প আর কেউ দেখাতে পারবেন না। বিজেপি উঠে দাঁড়াবে এবং তৃণমূলকে টাফ ফাইট দেবে আগামী বিধানসভার নির্বাচনে। দ্বিতীয় হয়ে আর লজ্জায় মুখ লুকাতে হবে না। একমাত্র বিজেপি পারে বঙ্গকে নতুন বঙ্গ উপহার দিতে পারে এবং সেটা শমিকবাবুর নেতৃত্বে হবে বলে জনগণ মনে করে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট থেকে তিনিই বিজেপির দ্বিতীয় এম এল এ ছিলেন। অশোক নগর থেকে উপনির্বাচনে বাদল ভট্টাচার্য প্রথম এম এল এ ছিলেন। আর এস এস থেকে উঠে আসা এক সুযোগ্য নেতা যাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, নেতৃত্ব, দায়িত্ব -দায়িত্বশীলতার কোথাও খুঁত নেই। আগামী দিনে বাংলার মুখ হয়ে উঠবেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খানাকুলে ত্রাণ শিবির খোলা নিয়ে 'দ্বিচারিতা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ত্রাণ বিলি থেকে শুরু করে অস্থায়ী ত্রাণ শিবির থেকে খিচুড়ি বিতরণ নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ উঠল খানাকুল ক নম্বর ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রভাব খাটিয়ে সঠিক বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ বিলি বা শিবির করে খাবার পৌঁছে না দিয়ে যেখানে বন্যাই হয়নি সেই সব জায়গায় ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, খানাকুল এক নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রামমোহন এক নম্বর অঞ্চলের সাতপইটে ও পোল টু অঞ্চলের পাতুল দক্ষিণপাড়া এলাকায় অস্থায়ী ত্রাণ শিবির তৈরি করে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই অর্থে এই সব এলাকায় বন্যার জল সেই ভাবে প্রবেশ করেনি। ভারী বর্ষণের ফলে জলাগুলি পরিপূর্ণ হলেও রাস্তাঘাট বা গ্রামের ভিতরে জলের স্রোত

বইছে না। এমনকি জলবন্দি হয়েও কেউ নেই। কিন্তু এই সব এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে অস্থায়ী ত্রাণ শিবির করা হয়েছে। এমনকি ত্রাণও বিলি করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কেন এই সব জায়গায় ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হল। অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর ব্লকের মাইনেন, চালতাপুর, ঠাকুরানীচক-সহ বিস্তৃণ প্লাবিত এলাকায় ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হল না। এমনকি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই ভাবে কোনও সাহায্য পর্যন্ত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধানরা। এই বিষয়ে ঠাকুরানী চক অঞ্চলের প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতি বলেন, '১৫ থেকে ১৬ দিন ধরে দক্ষিণ ঠাকুরানী চক এলাকা প্লাবিত হয়ে আছে। জলবন্দি হয়ে আছে। কিন্তু ব্লক প্রশাসনের তরফে কোনও ত্রাণ শিবির করা হয়নি। আমরা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাধ্যমত প্লাবিত এলাকার মানুষের পাশে আছি। তবে কিছু এলাকার মানুষ বিত্তশালী। তাই খাবার পৌঁছাতে হচ্ছে না। বাকি গরিব মানুষদের জন্য অবশ্যই ত্রাণ শিবির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত বলে ব্লক প্রশাসন কিছু করছে না।' খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'দ্বিচারিতার প্রতিবাদ করছি। খানাকুল এক নম্বর যিনি বিডিও রয়েছেন উনি তৃণমূলের কাঠের পুতুল। তৃণমূল নেতারা যা বলছে তাই করছে। স্বাভাবিকভাবেই ওনার কাছ থেকে কী আশা করব। স্বাভাবিকভাবেই যেখানে বন্যা হয়েছে সেখানে ত্রাণ শিবির হচ্ছে না অথবা ত্রাণ যাচ্ছে না। এই বিষয়ে আমরা দলগত ভাবে ব্যবস্থা নেব।' যদিও এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি বলেন, 'খন এই বিষয়ে কিছু বলবো না। এখন এই শিবির চলুক। তারপর দেখা যাবে।' সবমিলিয়ে প্লাবিত এলাকার অসহায় মানুষদের ত্রাণ বিলি নিয়ে শাসক দলের দ্বিচারিতার করার অভিযোগ প্রকাশে আসায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে।

দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ইংরেজবাজারের বিভিন্ন ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ল ইংরেজবাজার পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড। কোথাও হাঁটু জল, আবার কোথাও বাড়ির ভেতর রাস্তার জমা জল ঢুকে পড়ায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় ৩, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের। সবথেকে বেশি দুর্ভোগকে পড়েন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি, সর্বমঙ্গলা পল্লি এলাকার বাসিন্দারা। অলিগলিতে এক হাঁটু জলে নাজেহাল অবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন এলাকার একাংশ বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট পুরসভা অতিরিক্ত কর তুলতে ব্যস্ত। আর এরকম বৃষ্টির জেরে মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। সেদিকে কোনও নজর রাখছে না পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এদিকে একটানা বৃষ্টির জেরে রীতিমতো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ চত্বর। মেডিক্যাল কলেজের জরুরি-সহ কয়েকটি বিভাগেও বৃষ্টির জমা জল ঢুকে পড়ে বুধবার সকাল থেকেই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় মেডিক্যাল কলেজের রোগী এবং তাদের আত্মীয়দের। সবমিলিয়ে গত দু'দিনের বৃষ্টিতে এযেন বন্যা পরিস্থিতির রূপ নিয়েছে শহর ইংরেজবাজার বেশ কিছু এলাকা। জলমগ্ন সুভাষপল্লি এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'বর্ষার সময় আসলেই এভাবেই দুর্ভোগে মুখে পড়তে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। পুরসভা এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেয় না। অথচ এখন জঞ্জাল কর না দিলে পুরো পরিষেবা দেওয়া হবে না বলে সাফ জানানো হয়েছে। কিন্তু এসব দুর্ভোগে যখন আমাদের পড়তে হয় তখন কেউ দেখে না।' পুরাতন

মালদার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুরি বলেন, 'শহরের বুকে কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই নিকাশি ব্যবস্থার কাজ করা হচ্ছে। দু'দিনের বৃষ্টিতেই শহরের অর্ধেক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। সেইদিকে নজর নেই পুরসভার। অথচ মানুষের ঘাড়ের ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে।' ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'জল যেখানে জমছে সেখানে নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলরেরা। নতুন হাইড্রেন তৈরিতে আগের মতো শহরে জল জমে না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে দ্রুততার সমাধান করা হচ্ছে।' এদিকে দুদিনের ভারী বৃষ্টির ফলে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকাতেও বেশ কয়েকটি জায়গায় জল জমে যাওয়ার কারণে স্কুলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয়। ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের। বুধবার সাহাপুরের দুইটি হাইস্কুল এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েন। যদিও দ্রুত ওই এলাকার রাস্তা সংস্কারের কথা জানিয়েছেন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি সাহা।

ভিডিও ফাঁসের নামে নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ, ধৃত ২ কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: নাবালিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব, পরে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক, ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে অন্ডাল এলাকার ২ নাবালক গ্রেপ্তার। উল্লেখ্য, অন্ডাল থানার রামপ্রসাদপুর এলাকার বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় স্থানীয় ১২ নম্বর রেল কলোনির এক কিশোরের। ওই এলাকাতেই থাকেন নাবালিকার এক আত্মীয়। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল নাবালিকার। এই সুযোগে প্রলোভন দেখিয়ে এলাকার একটা পরিত্যাক্ত আবাসনে নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে ওই কিশোর। পরে ওই কিশোরের এক বন্ধু সেই ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং করে। সেই বন্ধুও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে নাবালিকাকে বাধ্য করে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে। বিষয়টি জানতে পারে তৃতীয় এক কিশোর। সেও ভিডিওর ভয় দেখিয়ে ওই নাবালিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন এই কাণ্ড চলার পর নাবালিকা তাঁদের কথায় আর শারীরিক সম্পর্ক অসম্মত হয়। তখন এক অভিযুক্ত শারীরিক সম্পর্কের ভিডিও নাবালিকার মোবাইলে পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখানো হয়। বিষয়টি জানতে পারেন নাবালিকার মা। মঙ্গলবার অন্ডাল থানায় অভিযুক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। পুলিশ অভিযুক্ত দুই নাবালককে গ্রেপ্তার করে। রাতেই নাবালিকাকে পাঠানো হয় মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা রাখাল চন্দ্র দাস জানান।

চাকরির দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ জমিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহিতে জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ জমিদাতাদের। জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে প্রজেক্টের কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন জমিদাতারা। বুধবার কুমারডিহি এবিপিট প্রজেক্ট ও তিলাবনী প্রজেক্টের ঘটনা। এদিন সকাল আটটা থেকে বন্ধ থাকে প্রজেক্টের উৎপাদন। বিকেল ৪ টে পর্যন্ত খবর জমিদাতাদের আন্দোলন চলে। কুমারডিহি গ্রামের একাংশের জমিতে গড়ে উঠেছে কুমারডিহি সিএম প্রজেক্ট। খনি সংস্থা ইসিএলের বাংকোলা এরিয়ার এই প্রজেক্টটিতে বর্তমানে চলছে কয়লা উত্তোলনের কাজ। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, যে জমিতে প্রকল্পটি হয়েছে সেটি তাঁদের পূর্বপুরুষের জমি। জমির মালিকানার বৈধ কাগজ তাঁদের রয়েছে। মালিকদের অন্ধকারে রেখেই সংস্থা জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে কয়লা উত্তোলন করছে। ক্ষতিপূরণ অথবা জমির বিনিময়ে চাকরি তাঁদের দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ জমিদাতাদের। বুধবার এই দাবিতে সিএম প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় জমিদাতাদের একাংশ। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয় সংলগ্ন তিলাবনী এম ডি ও প্রজেক্টও উৎপাদনও। আন্দোলনকারীদের পক্ষে আবির মুখোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টরাজ জানান, ক্ষতিপূরণ ও জমির বিনিময়ে চাকরির নিয়োগপত্রের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। শীঘ্রই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা রক্ষা করছে না। আন্দোলনকারীরা জানান, 'বহু হয়েছে এবার আন্দোলনরত স্থানে এসে ইসিএল আধিকারিকরা লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিলেই আন্দোলন উঠবে। নইলে এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও বৃহত্তর হবে।'

রাসডাঙা-কাণ্ডে ভাড়াটিয়া গৃহবধূর জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ঋণের বোঝা সামলাতে না-পেরে মা ও তিন বিদেশি পোষ্য সারমেয়কে কার্বলিক অ্যাসিড খাইয়ে এবং নিজে ওই অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত রাসডাঙার বছর ৪৫ এর বাসিন্দা অরবিন্দ দাস।

এই ঘটনায় তদন্তে নেমে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ প্রথমে ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া গৃহবধূ নিলাম বার্নোয়ালকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে, পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বুধবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়। অভিযোগ, ওই ভাড়াটিয়া গৃহবধূ অরবিন্দ দাস কে মোটা অংকের টাকা ধার দিয়েছিলেন। যা অরবিন্দ বাবু সময় মত শোধ করে দিতে না-পারায় তার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। যার ফলে এইরকম ঘটনা ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন অরবিন্দ দাস। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার নিলমকে আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অপরদিকে আত্মহত্যার চেষ্টা করা অরবিন্দ দাসকে প্রথমে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর চিকিৎসারত অরবিন্দর এন্ডোসকপির প্রয়োজন, যার জন্য তাঁকে জেলা হাসপাতালের বাইরে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু পরিবারের কোনও সদস্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ না-করায় তাঁরাও বিপাকে পড়েছেন। এবং অরবিন্দ দাসের শারীরিক অবস্থা একপ্রকার অবনতির দিকে।

দেওয়াল লিখনে প্রচার ২১ জুলাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আগামী একুশে জুলাই কর্মসূচিকে সামনে রেখে এবার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে দলীয় প্রচার করলেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের তপসিয়া ৩ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিরঞ্জন দাস। প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় কলকাতার ধর্মতলায় ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস। এবছরও অন্যথা হয়নি। এই দিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সমর্থক হাজির হন ধর্মতলা চত্বরে। কোন জেলা থেকে কত লোক হাজির হলেন, প্রতিটি জেলায় প্রায় প্রতিযোগিতার হিড়িক পড়ে। সেদিকে নজর দিয়ে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঝাড়গ্রাম জেলাতে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি সভা। প্রতিটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের, যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও শাখা সংগঠনের তরফে অঞ্চলে অঞ্চলে পথসভা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যাপক প্রচার করতে এবার ২১ শে জুলাইয়ের দেওয়াল লিখন শুরু করলেন প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি নিরঞ্জন দাস। এদিন তপসিয়া ৩ নং অঞ্চলের ফেঁকো এলাকায় দেওয়াল লিখন করা হয়। রং ও তুলি হাতে নিয়ে ২১ শে জুলাই দেয়াল লিখন করেন প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি। সেই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

ডিভিসির জল ছাড়ার আশঙ্কা, বন্যা প্রতিরোধে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাজ্যজুড়ে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। এরই মধ্যে দামোদরের বাঁধ থেকে যদি জল ছাড়ে ডিভিসি, তাহলে পূর্ব বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় ফের বড়সড় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হবে। বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের দামোদর নদ তীরবর্তী গ্রামগুলি এই আশঙ্কায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। গত বছর ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে পূর্ব বর্ধমানের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিল বহু পরিবার ও কৃষিজমি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবছর আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

বুধবার ঝুঁকিপূর্ণ লাকাগুলি খতিয়ে দেখতে পূর্ব বর্ধমানে যান রাজ্য সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রিন্সিপল সেক্রেটারি (কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স) আইস নীলম মিনা, ডিরেক্টর ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে বিভু গোয়েল (আইস), পূর্ব বর্ধমানের

অতিরিক্ত জেলাশাসক (ডিএম) লআর বিশ্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, জামালপুরের বিডিও পার্থসারথি দে-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই পরিদর্শনের সময় নদীর জলস্তর, ভাঙনপ্রবণ অঞ্চল, বাঁধ ও আশপাশের গ্রামগুলোর অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, ত্রাণ শিবির খোলা এবং জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা তৈরি রয়েছে। এবিষয়ে এডিমএল আর বিশ্ব রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নিম্ন দামোদর এলাকায়

মধ্যমগ্রামে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের নেতৃত্বে বুধবার অনুষ্ঠিত হল ধিক্কার মিছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণের সুর শোনা গেল খাদ্যমন্ত্রীর রথীন ঘোষ-সহ তৃণমূল জেলা নেতৃত্বদের গলাতেও। এদিন মধ্যমগ্রামে দলীয়ভাবে আয়োজন করা হয় ধিক্কার মিছিলের। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষের প্রতিবাদে এদিন মধ্যমগ্রামের রাজপথে পা মেলান খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য দলীয় কর্মী-সমর্থক। মিছিল শেষে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা এলাকায় একটি পথসভাও করা হয়।

ডানকুনিতে জমা জলে ধান রোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ডানকুনিতে কংগ্রেসের ও যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ। রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরে ক হাঁটু জল জমে থাকার প্রতিবাদে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নেমে অবস্থান বিক্ষোভ করল কংগ্রেস সমর্থকরা। হুগলি চণ্ডীতলার ডানকুনি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এক হাঁটু জল জমে রয়েছে। পুর প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি। কংগ্রেস নেতা আবু আব্বাস উদ্দিনের নেতৃত্বে চলে কর্মসূচি বিক্ষোভ। উপস্থিত ছিলেন ডানকুনির কংগ্রেস নেতা গৌতম নাগ আইনটিইউসি নেতা দীনেশ সিং-সহ নেতৃবৃন্দ।

অবশেষে হেরিটেজের স্বীকৃতি রাসবিহারী ঘোষের বসতভিটেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের তোড়কোনা গ্রামে অবস্থিত বিখ্যাত দানবীর তথা আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের ভগ্নপ্রায় বসতবাড়ি এবার হেরিটেজ স্থানের মর্যাদা পেতে চলেছে। ইতিমধ্যে কলকাতা হেরিটেজ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এসে বসতবাড়িটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। শুরু হয়েছে নকশা ও মাপজোকের কাজ। এরফলে এলাকায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া। বহুদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন তোড়কোনার স্থানীয় বাসিন্দারা। রাসবিহারী ঘোষ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্যরা জানান, 'দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলেই মোগলমারি থেকে বোয়াইচণ্ডী যাওয়ার রাস্তা ইতিমধ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। এবার তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পেলে সেটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারি কোনও পরিষেবা কেন্দ্রেরও আবেদন জানানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, 'এই হেরিটেজ প্রকল্প রূপ পেলে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমানে পর্যটন মানচিত্রেও নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।'

সারা ভারতে বাংলাভাষীদের ওপর বিজেপির অমানবিক নিপীড়নের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মহামিছিল হুগলি শ্রীরামপুর বটতলা থেকে শেওড়াফুলি ফাঁড়ি মোড় পর্যন্ত। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি শ্রীরামপুর তৃণমূল জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই-সহ সব পুরসভার চেয়ারম্যান ও বিধায়করা। ছবি: বনস্পতি দে।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে 'শিশু-বৃক্ষ রোপণ' পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের নির্দেশ অনুসারে সোনামুখী উত্তর চক্রের ডিহিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল 'এক পেড় মাকে নাম' প্রকল্পটি। এই প্রকল্পে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের মায়েদের সঙ্গে করে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি করে শিশু বৃক্ষ রোপণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের মায়েদের বৃক্ষ রোপণের ছবি মোবাইলে বন্দি করা হয়। এরপর

একটি নির্দিষ্টভাবে ফর্ম পূরণ করে ছবি-সহ পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রী ও তাদের মায়েদের নাম মুদ্রিত একটি করে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে Department of school education and literacy, Ministry of Education, Government of India থেকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, 'একটি গাছ অনেক প্রাণ, তাই সকলে গাছ লাগান। মা যেমন শিশুদের খাইয়ে পরিয়ে যত্ন করে বড় করে তোলে ধরিত্রী মা ও তেমন আমাদের খাদ্য, পানীয়, জীবন রক্ষার জন্য জীবন দায়ী অক্সিজেন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই ধরিত্রীমাকে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পে বেশ কয়েকটি শিশু বৃক্ষ রোপণ করা হল।' শুধু তাই নয়, এই শিশু বৃক্ষ গুলি যত্ন করে বড় করে তোলারও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হল।

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP);

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming of IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time	Address / Link for joining webinar
20-07-2025	Physical	11.00 a.m.	Bansberia, Muncipal High School, Shivpur, Triveni, Hoogly - 712503

For any queries/ clarifications please contact : Anurag Somaiya - 96749 66362.

Date : July 16, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.

TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

SBI
এসবিআই রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২১.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **২৬,৩৯,০৫৭ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ উনচল্লিশ হাজার সাতান্ন টাকা) জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী দীনেশ কুমার রাওয়াত**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২৫,৮৪,০০০ টাকা** (পঁচিশ লাখ চুরাশি হাজার টাকা) এবং বায়না জমা **২,৫৮,৪০০ টাকা।**

স্থাবর সম্পত্তিরর বিবরণ

ফ্ল্যাট নং ১বি, ব্লক বি, **মঙ্গল চণ্ডী কমপ্লেক্স,** মৌজা : রামপুর, পরগনা : মাগুরা,জেএল নং ১, জেলা কালেক্টরেট তৌজি নং ০৯, এবং ৪১১, আরএস নং ৩৫২,সিএস খতিয়ান নং ৮১৪৭ এবং ২০৬,আরএস খতিয়ান নং ২৬২, ৩৮৭ এবং ৪০২, এলআর খতিয়ান নং ২৬২,৮৪১, ৮৪২, এবং ১০৩৩, সিএস দাগ নং ৩৫১ এবং ৩৫৪,আরএস দাগ নং ৪৭৪ এবং ৪৭৭, এলআর দাগ নং ৪৭৪ এবং ৪৭৭, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, হোল্ডিং নং সি২-৯১/৮৮/১,২,৩,৪,৫ জি এল রায় রোড, পো : গোবিন্দপুর (এম), থানা : মহেশতলা, কলকাতা : ৭০০১৪১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৫, স্থান : আরএসিপিসি বেহালা — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩

[রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৪.০৮.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৪.০৮.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৭০,৮২,৬৮,৮৯৯.৩৭ টাকা (সত্তর কোটি বিরাশি লাখ আটষট্টি হাজার আটশ নিরানব্বই টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা ১৫.১২.২০১৪** অনুযায়ী এবং ১৬.১২.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" এবং ডিরেক্টর এবং জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী নাওয়াল কিশোর বাঁকা** পিতা প্রয়াত বনওয়ারিলাল বাঁকা, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ **(খ) শ্রী নাওয়ার কিশোর মোর,** পিতা মুরলি ধারা মোর, ৮/১/৩, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ **(গ) মেসার্স জয়শ্রী বালাজি ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস প্রা. লি.,** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঘ) মেসার্স সিদ্ধি বিনায়ক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" **(ঙ) মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স প্রা. লি.** "২৪এ, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ" কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
ক) ফ্যাক্টরি জমি অবস্থিত গ্রাম -আকবর মালাহি, থানা : সরাই, বৈশালী, পরিমাণ ৯২৫.২৫ ডেসিমেল এবং ১৪৫.৫০ ডেসিমেল সম্পত্তি মেসার্স সিদ্ধি রিফয়েলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি (এসআরআইপিএল) এর নামে। **(স্বত্ব দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ২২.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা।**	১৮,৩১,০০,০০০.০০ টাকা	১,৮৩,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	
খ) স্ক্র্যাপ ফ্যাক্টরি জমিতে , ঠিকানা : গ্রাম -আকবর মালাহি, থানা : সরাই, বৈশালী, বিহার। **(স্বত্ব দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ২২.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত**	৫,০০,০০০.০০ টাকা	৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১০,০০০.০০	
গ) জমি এবং ভবন এরিয়া পরিমাণ ১ বিঘা, অবস্থিত খসড়া নং ৬৩/১৯ (১-০০) রেভিনিউ এস্টেট গ্রাম তিকরি কালান, তহশিল/সাব তহশিল -এসআর ১১এ, পাঞ্জাবি বাগ, নিউ দিল্লি -১১০০৪১। রেজিস্ট্রেশন নং ৪৮২৯ তারিখ ২৬.০৭.২০১০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪৯৫, পৃষ্ঠা ৮২ থেকে ৮৭, রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার, এসআর ১১এ-পাঞ্জাবি বাগ, নিউ দিল্লি-১১০০৪১। সম্পত্তি মেসার্স গণেশ মাল্টিপ্লেক্স লি এর নামে। **(স্বত্ব দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	৩,০২,০০,০০০.০০ টাকা	৩০,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in, www.bank.sbi এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ব্রাহ্মণী নদী

প্লাবিত খড়গ্রাম ব্লকের একাধিক গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গ্রাম: টানা বৃষ্টির জেরে বুধবার রাত থেকে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ব্রাহ্মণী নদীর জল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়ে ঢুকছে খড়গ্রাম ব্লকে। ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার শানি রাজ। উপস্থিত ছিলেন কান্দির এসডিপিও সাহেক আম্বারভার, খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস মার্জিত, খড়গ্রাম ব্লকের বি.ডি.ও মিলনী দাস সহ জন প্রতিনিধিরা। পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি বন্যা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির দিকে নজর রাখছে ব্লক ও জেলা প্রশাসন। দুর্গত পরিবারে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হু হু করে জল বাড়তে শুরু করায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক আশিস মার্জিত বলেন, ‘ব্রাহ্মণী নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বেশকিছু এলাকা ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। দুর্গতদের সাহায্য করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকমের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে।’ বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা ব্রাহ্মণী গঙ্গায় মিশেছে। প্রায় দু’সপ্তাহ ধরে জেলাজুড়ে নিম্নচাপের জেরে মাঝারি ও ভারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তার জেরে জেলার বিভিন্ন নদী বিপদ সীমার কাছাকাছি বইছে। এরমধ্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে খরস্রোতা ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণী মঙ্গলবার রাত থেকেই বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। নদী বাঁধ ছাপিয়ে মাঠে জল ঢুকছে। বেশ কয়েক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবন দেখা দিয়েছে। ঝিল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে বন্যা কবলিত হয়েছে। টিটিডাঙা, ঝিল্লি ও কেলাই গ্রাম বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। আশিস মার্জিত আরও বলেন, ‘নদীর ভাঙা অংশগুলো জল নামার পরই মেরামত করা হবে। আপাতত গ্রামে যাতে জল না-ঢোকে সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।’ স্থানীয় বিডিও বলেন, ‘বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষের সাহায্যের জন্য ব্লক প্রশাসন সব রকমের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রয়োজনে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নামানো হবে।’

একই নামের দু’জনের ভোটার কার্ড ঘিরে বিতর্ক কোটা গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: বুদবুদ থানার অন্তর্গত, আউশগ্রাম বিধানসভা তথা বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আউশগ্রাম দু’নম্বর ব্লকের কোটা গ্রামে ভোটার তালিকায় রয়েছে একাধিক গড়মিল। এখনও ভোটার তালিকায় রয়েছে ১৫ বছর আগে মৃত ব্যক্তিদের নাম। এছাড়াও একই ব্যক্তির নাম দিয়ে পৃথক ভোটার কার্ড দিয়ে ভোটার তালিকায় রয়েছে নাম। বিজেপির তরফে এই বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পরেও তা সংশোধন হয়নি বলে অভিযোগ বিজেপি নেতা কৃষ্ণদয়াল কর্মকারের। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকায় এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের নাম রয়ে গিয়েছে তাঁদের নাম বাতিল করার জন্য তাঁরা একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নামের তালিকা থেকে মৃত ব্যক্তিদের নাম বাতিল হয়নি। এমনকি কোটা গ্রামে ভোটার তালিকায় বেশ কিছু ভোটারের নাম রয়েছে। যাদের গ্রামে কোনও অস্তিত্ব নেই। এছাড়াও একই নামের ব্যক্তির পৃথক দুটি ভোটার কার্ড তালিকায় লক্ষ্য করা গেলে এই বিষয়েও তারা নির্বাচন কমিশনে নাম বাতিলের জন্য অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অভিযোগের পর কিছু কাজ হলেও এখনও অধিকাংশ নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, তালিকায় থাকা এই সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের ও ভোটারের নামে কেউ না কেউ ভোট দিয়েছিল। এই অদৃশ্য শক্তিটি শাসকদলের ক্ষমতায় থাকার একটা ষড়যন্ত্র বলে দাবি তাঁর। তিনি আরও বলেন, ‘তৃণমূল ভোটার তালিকা সংশোধন করা যাবে না এমন প্রচার করছে। তার কারণ, ভোটার তালিকা যদি সংশোধন হয়ে যায় তবে বাংলায় আর তৃণমূল ক্ষমতায় থাকবে না।’ প্রতিটি বুথে গড়ে ১৫ থেকে ২০টি করে ভুয়ো ভোটার রয়েছে। গোটাটাই শাসকদলের চক্রান্ত’ বলে অভিযোগ। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তারা অভিযোগ জানানো হয়েছে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা তাঁরা মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন।

কোটা গ্রামের বাসিন্দা বাপি ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে তাঁর দেখা না পেলেও, তাঁর মা ছায়া ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ‘ছেলের ভোটার কার্ডের জন্য তাঁরা দু’বার আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রথমবার তাঁর বাবার নাম দিয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল, পরে তাঁর নাম অভিভাবক হিসাবে দিয়ে আবেদন জানানোর পর তাঁদের বাড়িতে দুটি ভোটার কার্ড একসঙ্গে আসে। যার মধ্যে একটি ভোটার কার্ড তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেন। গত নির্বাচনে বাপি তাঁর কাছে থাকা ভোটার কার্ড নিয়েই ভোট দিয়েছিলেন। এখনও ভোটার তালিকা থেকে তাঁর ছেলের একটি নাম কেন কাটা হয়নি সেই বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না।’ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা রামকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, ‘শুধু কোটা গ্রাম নয়, রাজ্যজুড়ে যে সমস্ত ভুয়ো ভোটার রয়েছে, সেগুলি খতিয়ে দেখে তার তালিকা তৈরি করে তা বাতিল করার জন্য তারাও আবেদন জানিয়েছেন। যে বিজেপি নেতা শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে সে বিজেপি নেতা কিছুই জানেন না। সবার আগে তার জানা উচিত নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের নয় সেটি কেন্দ্রের। তিনি বলেন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তা নির্ধারিত সময় থাকে অভিযোগ জানানোর সেই নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে তার আর কিছু করার থাকে না। পরে আবার অভিযোগ জানানোর সময় হলে ফের অভিযোগ জানাতে হবে। এছাড়াও যে ব্যক্তির নামে দুটি ভোটার কার্ড তৈরি হয়েছে, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত কোনও দোষ নেই। এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা আধিকারিকদের গাফিলতি। এই ঘটনায় শাসকদলের নামে অযথা বদনাম রটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।’

অনুষ্ঠানে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের উপস্থিতি ঘিরে বিক্ষোভে উত্তাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যানারে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শীর্ষ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ঘটনাকে ঘিরে প্রতিবাদে সরব হয় বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাঁদের অভিযোগ, একজন বহিরাগত কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলেন, তা জানতে চাইতেই তাঁরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাঁদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এসএফআই কর্মী সমর্থকরা, শুরু হয় বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষী এবং পুলিশ প্রশাসনকে। পরে, তিন জন প্রতিনিধিকে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার অনুমতি দেওয়া হলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ছাত্র সংগঠনের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থেই এই প্রতিবাদ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৪৬,৯০,৭৫৫.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ নব্বই হাজার সাতশ পঞ্চান্ন টাকা) ১২.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং ১২.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ আদায়ের জন্য **শ্রী গোপী নাথ রায় (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা) এবং শ্রীমতী সঞ্চিতা রায় (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) উভয়ের ঠিকানা :** ৯৫/১, কে এন সি রোড, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৫ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. শ্রী গোপী নাথ রায় (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা) ৯৫/১, কে এন সি রোড, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১২৫, ২. শ্রীমতি সঞ্চিতা রায়, (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) ৯৫/১, কে এন সি রোড, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১২৫ । খ) চৌরঙ্গি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি-২, ৪র্থতল, কৈকাশ অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৩২, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনি, ওয়ার্ড নং ২৬,পো এবং থানা : বারাসত, বারাসত পুরসভা অধীন, পিন : ৭০০১২৬, **সম্পত্তি শ্রীমতি সঞ্চিতা রায় এর নামে,** স্বামী শ্রী গোপীনাথ রায়, ২ বেডরুম,১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, ফ্ল্যাটে এরিয়া ১১৬২ বর্গফুট(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুরসভা সড়ক, দক্ষিণে : সুভাষ ময়দান, পূর্বে : সুভাষ ময়দান, পশ্চিমে : মধুসূদন রায়ের সম্পত্তি।	৪৬,৯০,৭৫৫.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ নব্বই হাজার সাতশ পঞ্চান্ন টাকা) ১২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১২.০৬.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	ক) ২৬,৫২,৮৫০.০০ টাকা (*) (ছাব্বিশ লাখ বাহান্ন হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা) খ) ২,৬৫,২৮৫.০০ টাকা (দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার দুশো পঁচাশি টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50028889766 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৩.০৬.২০২৫ থেকে ১৭.০৮.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৮.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ** নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১২.০৬.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৮.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৮.২০২৫** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **১৩,৪০,৪৫,২০৬.০০ টাকা ০৯.০৪.২০১৩ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইনডেক্স সাপ্লায়ার্স প্রা. লি. ঠিকানা** - ১২, জেমস হিকি সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯ **জামিনদাতা (গণ) : ১) শ্রী দেবেন্দ্র কুমার সিংঘানিয়া,** ঠিকানা - ১, সরকার বাই লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭ ২) **শ্রী সজ্জন কুমার সোন্থালিয়া** ঠিকানা - ৬৬/২, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬ **কর্পোরেট জামিনদাতাগণ : ১) মেসার্স স্নোফল ব্যাপার প্রা. লি.** ঠিকানা - ১২, জেমস হিকি সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯ **২) মেসার্স হেরিটেজ ডিলকম প্রা. লি. এবং ৩) মেসার্স সুপারসোনিক ব্যাপার প্রা. লি.** উভয়ের ঠিকানা - কাবেরি হাউস, ১৩২/১, এম জি রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : ৫২,০০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ৫,২০,০০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ তিনটি ফ্ল্যাট (প্রতিটি ফ্ল্যাট অবস্থিত ২য়স ৩য় এবং ৪র্থতলে) অবস্থিত ঠিকানা ৩/২বি, গুপ্ত লেন, থানা : গিরিশ পার্ক, কলকাতা -৭০০০০৬, সম্পত্তি কর্পোরেট জামিনদাতার নামে, ২য়তলে কার্পেট এরিয়া ৬৩৪ বর্গফুট **মেসার্স স্নোফল ব্যাপার প্রা লি এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৫১২৫-২০১০ সালের** প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী দেবেন্দ্র কুমার সিঙঘানিয়া এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল। ৩য়তলে কার্পেট এরিয়া ৫২৫ বর্গফুট সম্পত্তি **মেসার্স হেরিটেজ ডিলকম প্রা লি এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৫১২৪-২০১০ সালর** প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী দেবেন্দ্র কুমার সিঙঘানিয়া এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল এবং ৪র্থতলে কার্পেট এরিয়া ৫৮৯ বর্গফুট, সম্পত্তি **মেসার্স সুপারসনিক ব্যাপার প্রা লি এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ৫১২৩-২০১০ সালের,** প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী দেবেন্দ্র কুমার সিঙঘানিয়া এবং অরুণ কুমার জয়সওয়াল কর্তৃক। সকল তিনটি ফ্ল্যাট একক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হবে কারণ প্রবেশ ২য়তল থেকে এবং বাকি তলের অভ্যন্তরীন সংযোগ থাকার ফলে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN77347999108 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৮.২০২৫** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **১,৮৬,২৫,৫০৭.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ সাত টাকা) ৩০.১১.২০১৮ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইগনাইট ট্রেডিং প্রা. লি. ঠিকানা** - ৪, ক্রিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪ এবং ৮৭/বি, কাশীপুর রোড, ব্লক জি, ফ্ল্যাট - ২৬, কলকাতা, পিন - ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ **ডিরেক্টর : ১) শ্রী সঞ্জয় সরকার এবং ২) শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস উভয়ের ঠিকানা** - ৪, ক্রিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪ কাছ থেকে।
সম্পত্তি ১ : সংরক্ষিত মূল্য : ৩৬,৩২,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ৩,৬৩,২০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৫মতলে ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাণ কমবেশি ২০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট মানচিত্রে বা প্ল্যানে লাল কালিতে চিহ্নিত প্রেমিসেস নং ১৮/৪ অক্রূর দত্ত লেন, থানা : মুচিপাড়া, কলকাতা : ৭০০০১২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫১ অধীন, সমুদয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রবেশ পথ, সাধারণ চলার পথ, ইত্যাদি অন্যান্যদের সঙ্গে ভোগ দখলের অধিকার সংশ্লিষ্ট লিজ মেয়াদ থাকা পর্যন্ত উক্ত ভবনে। **লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ : ০৫.০১.২০১২, সম্পত্তি সঞ্জয় সরকারের নামে।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN51710120 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৮.২০২৫** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **২৯,৯৫,৪১৪.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশ চোদ্দ টাকা) ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইউনিক,** ডব্লিউবিএসইডিসিএল অফিসের বিপরীতে, চাঁদ পাড়া, থানা গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৪৫। **জামিনদাতাগণ ১) শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস,** পিতা প্রিয়নাথ বিশ্বাস এবং **২) শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস,** পিতা প্রিয়নাথ বিশ্বাস **উভয়ের ঠিকানা** - ডব্লিউবিএসইডিসিএল অফিসের বিপরীতে, চাঁদ পাড়া, থানা গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৪৫ কাছ থেকে।
সম্পত্তি ১ : সংরক্ষিত মূল্য : ১৫,১৯,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : ১,৫১,৯০০.০০ টাকা ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবনে দোকান ঘর পরিমাণ আনুমানিক ১৩৮ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব সোনাটিকরি, জেএল নং ৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৭/৬, আরএস দাগ নং ৩৫৬, এলআর দাগ নং ৪৩৭, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **স্বত্ব দলিল নং ৯১-২০০৭ সালের, সম্পত্তি শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এবং শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস এর নামে** উভয়েরই পিতা প্রিয়নাথ বিশ্বাস। পরিমাণ উত্তরে : ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি, দক্ষিণে : ৯ ফুট ২ ইঞ্চি, পূর্বে : ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, পশ্চিমে : ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি।
সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং ৯১-২০০৭ সালের অনুযায়ী) : উত্তরে : অন্য দাগ ঝন্টু বিশ্বাস এবং অন্যান্যর, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : শঙ্কর দাস জুয়েলারি শপ, পশ্চিমে : ভারতী বিশ্বাসের দোকান।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN7815564754 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক্রম নং ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৫.০৮.২০২৫** তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** বিক্রি করা হবে **৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) হিসেবকৃত সুদ ২৯.১২.২০২১ পর্যন্ত এবং** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী গৌতম অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা** - ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চাঁদশি ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং প্রযত্নে সৌম্য শুভ্র দাস, দাসভিলা, ৩০/১, ইউ/১, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা - ৭০০০৫০ এবং প্রতিমা ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ কাছ থেকে।
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ১০৭, পঞ্চমতলের সামনের দিকে (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে, হোল্ডিং নং ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৩২৬-২০১৯ সালের, সম্পত্তি গৌতম অধিকারীর নামে।
চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১৮’-০” চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে : বর্তমান ৪ তলা ভবন, পূর্বে : ১৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : বর্তমান ১১ তলা ভবন।
সংরক্ষিত মূল্য ২৭,৫২,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ২,৭৫,২০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.০৭.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : SBIN77811953553 | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী কৃষ্ণকান্ত মন্ডল এবং শ্রীমতি সরজু মন্ডল	ক) ৭,৫৩৬ টাকা লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০১২৮০৮১২৮, ০২.০২.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ১৬,৪৪,৫৯৮ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০১২৮০৮১১৫, ০২.০২.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ০৬.০২.২০২৪ গ) ১৬.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৮.৬৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : রাধানগর, জেএল নং ১৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৬৬, আরএস প্লট নং ৩৫৯, এলআর প্লট ৪০৮, থানা : কুলপি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ সমুদয়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রী অমিত গায়েন	ক) ৩১,০০২.০৮ টাকা লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০১১১৫৯২৫১, ৩০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ১৫,১১,৫৩১.৮৫ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২১০৩০০১১১৫৯২৩৫, ৩০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ২২.০৮.২০২৪ গ) ১৬.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫.১১১ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা মীর্জাপুর, জেএল নং ২১, এলআর খতিয়ান নং ১৮১৬, প্লট নং ১/৯৩৬, গ্রাম পো : মথুরাপুর, আরএস থানা : মথুরাপুর, পিন : ৭৪৩৩৫৪ তদস্থিত ভবন নির্মাণ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** তাপস হায়দারের জমি, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং অমিত বৈদ্যর জমি, **পূর্বে :** অমিত গায়েনের জমি; **পশ্চিমে :** পি ডব্লু ডি ২০ চওড়া সড়ক।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রী রফিকুল ইসলাম গাজি এবং শ্রীমতি সুরাইয়া গাজি	ক) ৩৬,৭০৮.২৪ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০১৩৯২৮৮৯৪, ০৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৩০,০৩,৮১৭.০১ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০১৩৯২৮৮৬৭, ০৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া। খ) ১৪.০৬.২০২৪ গ) ১৬.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : খোদাদাদপুর, জেএল নং ২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬২৫, প্লট নং ৫৯৭, ৫৯৯, থানা : মথুরাপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

প্রাচীন মায়াপুর শাখা
প্রাচীন মায়াপুর মেইন রোড, গ্রাম - প্রাচীন মায়াপুর
পোস্ট এবং থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২।

রেফা নং: **BR/RNG/13S2V/2025-26/50183240167** তারিখ: ০৫.০৭.২০২৫

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

প্রতি,
১. **মেসার্স আরাধনা (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী শ্রী অজয় কুমার পাল,** বাজার রোড, পো. - নবদ্বীপ, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২।
২. **শ্রী অজয় কুমার পাল (স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা),** পিতা - অজিত কুমার পাল, হোল্ডিং নং ৫৬/২, বীণা ভবন ব্যানার্জী পাড়া রোড, আলোছায়া সিনেমা হল, ওয়ার্ড নং ১৫, পো. , নবদ্বীপ, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২।
৩. **শ্রীমতী চম্পা পাল (জামিনদার),** স্বামী - অজয় কুমার পাল, হোল্ডিং নং ৫৬/২, বীণা ভবন ব্যানার্জী পাড়া রোড, আলোছায়া সিনেমা হল, ওয়ার্ড নং ১৫, পো. - নবদ্বীপ, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৩০২।

মহোদয়া / মহোদয়,
বিষয়: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), নদীয়া প্রাচীন মায়াপুর-রেজি. শাখার মেসার্স আরাধনা, স্বত্বাধিকারী শ্রী অজয় কুমার পাল-এর লোন অ্যাকাউন্ট (ওসিসি- ৫০১৮৩২৪০১ ৬৭ এবং জিইসিএলএস ইএক্স ১.০ - ৭১৪৮৩১২৭৭৩) প্রসঙ্গে।
আপনাদের মধ্যে প্রথম পক্ষ একটি একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নেওয়া লোনের স্বত্বাধিকারী। আপনাদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলির জামিনদার। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ বন্ধকদাতা হিসেবে প্রথম পক্ষের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলির সুরক্ষার জন্য তাঁর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন।
প্রথম পক্ষের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সূত্রে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং প্রথম পক্ষ সেগুলি গ্রহণ করেছেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (লক্ষ টাকায়)
ওসিসি - ৫০১৮৩২৪০১৬৭	৪৫.০০
জিইসিএলএস ১.০ ইএক্সটি- ৭১৪৮৩১২৭৭৩	১২.০০

প্রথম পক্ষ উপরোক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছে

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. ওসিসি ২. জিইসিএলএস ১.০ ইএক্স	১. আবেদনপত্র, ২. মঞ্জুরি পত্র প্রাপ্তি স্বীকার, ৩. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, ৪. দলিলের স্বত্ব জমা দেওয়ার নিশ্চিতকরণ, ৫. ঋণ স্বীকারপত্র

উপরোক্ত ঋণগুলির পরিশোধ আপনাদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা ০৭.০১.২০২২ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত ঋণগুলির পরিশোধ আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনস্থ এবং নিচে তফসিলে বর্ণিত নবদ্বীপের সম্পত্তির(গুলির) বন্ধকের মাধ্যমে সুরক্ষিত আছে। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাদের সুদসহ বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে; কিন্তু আপনারা সকলেই, এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়ী, বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নীতিমালা অনুসারে গত **২২.০৬.২০২৫ তারিখ** থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
০২.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ:

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালেন্স	সুদ	মোট
৫০১৮৩২৪০১৬৭	৪৪,৯৯,৯৯০.০০ টাকা	২,০৫,৯৯৫.০০ টাকা	৪৭,০৫,৯৮৬.০০ টাকা
৭১৪৮৩১২৭৭৩	৭,৭৭,৫২৯.০০ টাকা	২৬,৮১০.০০ টাকা	৮,০৪,৩৩৯.০০ টাকা
			মোট : ৫৫,১০,৩২৫.০০ টাকা

উপরোক্ত **৫৫,১০,৩২৫.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ দশ হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র) তদুপরি **০৩.০৭.২০২৫** তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ বহন করবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে, কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী / চার্জ তৈরি করেছেন ব্যাংক দ্বারা।
অতএব, আপনাদেরকে এতদ্বারা **০৩.০৭.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ অর্থাৎ **৫৫,১০,৩২৫.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ দশ হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র) এবং উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ সেকশন ১৩(২) -এর অধীনে জারি করা নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে উল্লিখিত আইনের অধীনে আপনাদেরকে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আপনারা যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে এই তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের সাপেক্ষে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের সেকশন ১৩(১৩) এর বিধান অনুযায়ী বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিলে দেওয়া হয়েছে) ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা যাবে না।
বলাই বাহুল্য যে, এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ অন্য যেকোনো প্রতিকারের অধিকারে কোনো রকম পূর্বধারণা না রেখেই আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ ডিআরএটি/ আদালত এর সামনে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
“আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি আইন-এর ধারা ১৩(৮) এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলির প্রতি, যা আপনার বন্ধকী সম্পদের উপর পুনরুদ্ধারের অধিকার সম্পর্কিত।”
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ।

তফসিল
সম্পদের সুনির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ যেখানে নিরাপত্তা আগ্রহ তৈরি করা হয়েছে তা এখানে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে:

বন্ধকীকৃত সম্পদ
সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম হোল্ডিং নং ৫৬/২, বীণা ভবন, ব্যানার্জি পাড়া রোড, আলোছায়া সিনেমা হল, ওয়ার্ড নং ১৫, পো: নবদ্বীপ, থানা: নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ নির্মিত বেসমেন্ট এরিয়া ২৩৪ বর্গফুট, জিএফ-৬৩৮ বর্গফুট এবং এফএফ -৬৪২ বর্গফুট , মৌজা : নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, প্লট নং এলআর ১২১২৮ এবং আরএস ৭১২৫, খতিয়ান নং এলআর ১২৩৫৩, নতুন এলআর নং ১৭৬০৯ এবং আরএস ১৩৩৯, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -নবদ্বীপ, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/১৪৫২ তারিখ ০৭.০৬.২০০১, জমির এরিয়া -৬.৫০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি - বাড়ি। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অজিত কুমার পালের ভবন, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : খালি জমি এবং অজিত কুমার পালের বাথরুম, পশ্চিমে : দোলগোবিন্দ বিশ্বাসের সম্পত্তি।

তারিখ: ০৫.০৭.২০২৫
স্থান: প্রাচীন মায়াপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
মেসার্স রায় এস, শ্রীমতি পুতুল রায় এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা রায়।	ক) ২,৫১,২৮,২২৩.৮৩ টাকা (দুই কোটি একান্ন লাখ আঠাশ হাজার দুশো তেইশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৬০৩০০৪৯৭৫৮০৩৩, ১৯.০৩.২০২২ অনুযায়ী এবং ৩০,৭১,৫১৪ টাকা (তিরিশ লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ চোদ্দ টাকা) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২০০৬০০৫০৫১৯৫০০, ১৯.০৩.২০২২ অনুযায়ী বকেয়া। খ) ১৯.০৩.২০২২ গ) ১৬.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১২ ছটাক ১৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৩/১৩/৩ ধরমতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০১, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন, থানা : শিবপুর, এবং সকল ভোগ দখলের অধিকার সহ।

তারিখ : ১৬.০৭.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ডার্বি আয়োজনে অনুপযুক্ত কল্যাণীর মাঠ, মন্তব্য বাগান কোচের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বির আগে জয় পেল মোহনবাগান। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ২-১ গোলে হারাল কালীঘাট মিলন সংঘকে। ডার্বির আগে এই তিন পয়েন্ট আত্মবিশ্বাস জোগাবে বাগান শিবিরকে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলছিল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। গোলসংখ্যা আরও বাড়তে পারত। তবে একাধিক সুযোগও নষ্ট করেছে মোহনবাগান।

খেলার চার মিনিটের মাথায় মোহনবাগান গোল করে এগিয়ে যায়। ডান প্রান্ত থেকে সন্দীপ মালিকের ভাসানো বল থেকে পাসাং দর্জি তামাং দুর্ধষ হেডে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন। ১৯ মিনিটে সমতায় ফেরে কালীঘাট মিলন সংঘ। গোল করেন সুরজিৎ হালদার। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৫ মিনিটে করণ রাই জয়সূচক গোলটি করেন। কালীঘাট এমএসের গোলকিপারের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন মোহনবাগানের করণ রাই। ম্যাচের একেবারে শেষ মূহুর্তে বড় সুযোগ এসেছিল কালীঘাটের। তবে ম্যাচ ড্র করতে ব্যর্থ দীপঙ্কর বিশ্বাসের ছেলেরা। ম্যাচ শেষে মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো প্রশ্ন তুললেন, ডার্বির জন্য অনুপযুক্ত কল্যাণী স্টেডিয়াম। মাঠের মান নিয়েও তিনি অসন্তুষ্ট।

নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে শুটিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় অন্যতম প্রাচীন ক্লাব নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব। দীর্ঘ বছর ধরেই রাইফেল-শুটিংয়ের সাপ্লাই লাইন তৈরি হয় এই ক্লাব থেকেই। বহু শুটার সাফল্য এনে দিয়েছেন এই ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিয়েই। মঙ্গলবার থেকেই এই ক্লাবে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে পঞ্চম ডব্লিউবিআরএ প্রেসিডেন্টস কাপ শুটিং প্রতিযোগিতা। পাঁচদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্য থেকে অংশ নেবেন প্রায় ৬০০-র বেশি প্রতিযোগী। রাইফেল-পিস্তল-সহ মোট চারটি বিভাগে হবে মূলত লড়াই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি কলকাতা পুর কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের পুরমাতা দেবিকা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন এনসিআরসির অর্গানাইজিং সম্পাদক অভিজিৎ বোস।

কলকাতা ময়দানের পেটপুজোর স্মৃতিঘেরা আখড়া আজ ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ময়দান, এ শহরের ফুসফুস, ফুটবলের মক্কা। তবে এক সময় এই ময়দান ছিল শুধুই খেলাধুলোর নয়, ছিল খিদে মেটানোর এক আশ্রয়স্থল। প্রতিটি বড় ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাদের নিজস্ব ক্যান্টিনের এক আলাদা গল্প। ফুটবলার, সমর্থক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে মাঠে আসা সাধারণ মানুষ, সবার মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল এই সব খাদ্যকেন্দ্রিক আড্ডার ঠেক। কিন্তু আজ এইসব ক্যান্টিনের অধিকাংশই আর নেই।

মোহনবাগান ক্যান্টিনের কড়া লিকার চা আর গরম ফিশফ্রাইয়ের কথা আজও অনেকেই স্মৃতির ঝুলিতে আগলে রেখেছেন। কাঠের বেঞ্চে বসে ক্লাব কর্মী থেকে শুরু করে প্রাক্তন তারকারাও মশগুল থাকতেন আড্ডায়। পাশেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যান্টিনে মিলত কচুরি-তরকারি, বিকেলবেলা গরম সিঙাড়া, আর হালকা লাল চা। আবার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকের কালীঘাট ক্লাব ক্যান্টিন ছিল বিখ্যাত তাদের মাটন কষার জন্য, যেখানে 'ম্যাচের পরে' খেলোয়াড়দের ভিড় লেগেই থাকত।

প্রাক্তন ফুটবলার শ্যামল দে বলেন, 'প্র্যাকটিসের পর সবাই মিলে ক্যান্টিনে গিয়ে বসতাম। কে কী খেল, কে কোন জোক বলল; সব ক্যান্টিনেই চলত। মাঠে যতটা বন্ডিং, তার চেয়েও বেশি তৈরি হত ক্যান্টিনে।' শুধু খেলোয়াড় নয়, এই ক্যান্টিনগুলো হয়ে উঠেছিল সংবাদমাধ্যমের আনঅফিসিয়াল ব্রিফিং পয়েন্ট। বড় ম্যাচের আগেও খবর ছড়াত প্রথমে এই ক্যান্টিন থেকেই। কেন হারিয়ে গেল ক্যান্টিন? সারা শহরের মতো ময়দানেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ক্লাবগুলো এখন স্পনসর ও কর্পোরেট ইমেজ নিয়ে যত্নশীল। 'আধুনিকতা'র দোহাই দিয়ে একে একে উঠে গিয়েছে পুরনো কাঠের চালা, ভাঙা বেঞ্চ আর চায়ের কেটলি। স্বাস্থ্যবিধি, অর্থাভাব, কর্মী সংকট ও সরকারি নিষেধাজ্ঞাও অনেকটা দায়ী।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক পুরনো কর্মী বলেন, 'আগে ক্যান্টিনে দিনে অন্তত ১০০ জন আসতেন। এখন তো ক্লাবেই কেউ আসে না।' তবে এখনও সব হারিয়ে যায়নি। আজও রক্ষাকালী ক্যান্টিনে দুপুরবেলা পাঁপড়-ছানার চপ আর ডাল-ভাত নিয়ে কর্মচারীরা ভিড় করেন। ময়দানের পাশে শ্যামাপ্রসাদ টি স্টল আজও বাঁচিয়ে রেখেছে সেই পুরনো গন্ধ,পলিথিনে মোড়ানো নিমকি, চিনেবাদাম আর এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা। ময়দানের ক্যান্টিনগুলি ছিল শুধুই খাওয়ার জায়গা নয়, স্মৃতি-সম্পর্ক আর শহরের সংস্কৃতির এক জীবন্ত অধ্যায়। তারা হারিয়ে যাওয়ায় যেন একটা গোটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। হয়তো ভবিষ্যতের কোনও একদিন নতুন আঙ্গিকে ফিরবে এই ক্যান্টিন-সংস্কৃতি। কিন্তু পুরনো সেই স্বাদ, সেই গল্প, তাদের কি ফেরানো যাবে?

---

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 20/2025-26/ S.B.M (G) (2nd Call) vide Memo No.: 1962/Bh-I Block, dated 16/07/2025 and N.I.e-T. No.: 21/2025-26/ S.B.M (G) vide Memo No.: 1974/Bh-I Block, dated 16/07/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 30/WS/ Eng/25 Dt. 12-06-25

Bid Submission period: 23.07.25 instead of 15.07.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 204/25-26 Dated 16.07.2025

E-Tenders are being Invited for Name of Work: Purchase of best quality rubberized PVC sheeting two part Rain coat. **a) Date of uploadation:** 17.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Documents download starting date & time:** 17.07.2025 at 11-00 hrs. **c) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 31.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 04.08.2025 at 11-05 hrs. **e) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified.

For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Midnapore Milk Union Paschim Medinipur

E-TENDER NOTICE

(i) NIT NO : MU/e-Tender/01/25-26/190 Date : 10/07/2025
(ii) NIT NO : MU/e-Tender/02/25-26/191 Date :10/07/2025
(iii) NIT NO : MU/e-Tender/03/25-26/192 Date : 10/07/2025

Online Bids are invited for (i) Supply, installation and commissioning of Dairy Plant equipments (e-Tender no. 190, dated 10/07/2025), (ii) Supply and commissioning of DG Set (e-Tender no. 191), dated 10/07/2025), (iii) Supply of Ghee Clarifier (e-Tender no. 192, dated 10/07/2025) at Milk Processing Unit, Dude-Budhe, Keshiary, Paschim Medinipur, W.B., PIN-721133. Interested eligible Suppliers/Manufacturers/Agency may go through the website www.wbtenders.gov.in (for online submission) and www.paschimmedinipur.gov.in or www.mimulmilk.in (for viewing only). Last date for submission of e-tenders is 26.07.2025.

Sd/-
Managing Director,
Midnapore Milk union

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্

ওপেন জিইএম টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২, তারিখঃ ১১/০৭/২০২৫। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি **www.gem.gov.in** লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট→**login** অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক্যালি এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, তা পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, মোবাইল নং. ৯১৬৩৩৪০৭১১। **ক্রমিক নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং./জিইএম বিড নং.ঃ জিইএম/ ২০২৫/বি/৬৪৩০১৬০। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আইএস ৬৭৬৫:২০০৩ এবং আইএস ১০৫১৭ (কিউ২) অনুযায়ী ফর্কলিফট্‌স (ভি২)। ডিজেল ইঞ্জিন অপারেটেড অটোমেটিক ফর্কলিফট্‌স- ০৩ এমটি, পরিমাণঃ ০৫টি, স্পেসিফিকেশন নং. এমটি/২৩৭৪ তারিখ ১৭.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, এইচএসএন কোডঃ ৮৪২৭২০০০, জিএমওওটি ২০২৫-২৬ (পিএইচ-৪১)-এর অধীনে, অ্যালোকেশন-সিএপি (২০৪১৭৫০৪), জিইএম বিড নং. **জিইএম/২০২৫/বি/৬৪৩০১৬০ তারিখঃ ১০.০৭.২০২৫** অনুযায়ী। **পরিমাণঃ ০৫.০০টি। বায়না মূল্য জমা (টাকা)ঃ** ১৫৬৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)ঃ ০৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট।**

PR3/139 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১২-২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১২-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** "(i) প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এর সাথে প্ল্যাটফর্ম নং. ৩-এর সংযোগের জন্য বেলডাঙ্গায় ৬.০০ মি. চওড়া ফুট ওভারব্রিজের নতুন নির্মাণের ব্যবস্থা এবং (ii) কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-লালগোলা শাখায় আরসিসি বক্স দ্বারা লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণ করে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ১০২/ই, ১০৩/ই, ১০৪/ই, ১১৫/ই, ১২৬/ই, ১২৭/ই এবং ১২৯/ই বাতিল" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৬,১৬,৫৩৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,১২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য, সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-125/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন: ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Renovation of Main Entrance Gate of Sidhu Kanu Stadium, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/EEOI-028/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_879389_1
Last Date : 01st August 2025, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/কো-অর্ডিনেশন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছে, নিম্নলিখিত **কাজের জন্য:** কাজের নাম: ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে হ্যালোজেন আলোগুলিকে এলইডি আলোকসজ্জায় রূপান্তর করা; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ₹১,৪৮,৮০,৩৩৭.৯২ টাকা; **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ৩১.০৭.২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা (আইএসটি); **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা :** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১; **ওয়েবসাইটের বিবরণ: https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. : পিএস_এম_জিএল_এলইডিসিওএনভি_২০২৫-২৬

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- হাওড়া পৌর নিগম অধীনে ৩ (তিন) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইসর সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে হবে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৫.০৮.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
৮৪(৩)/২৫-২৬
১৬.৭.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

E-Quotation NOTICE

E-Quotation are invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible quatationers vide (1) **NI(e)Q No. 07/Server System/2025-2026, Date- 14/07/2025 (2) NI(e)Q No. 08/Consulting Auditorium / 2025-2026, Date- 14/07/2025**. Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality. org.in**

Sd/- Chairman
Egra Municipality

TITAGARH

RAIL SYSTEMS LIMITED
formerly Titagarh Wagons Limited

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

CIN : L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬, ভারত
কর্পোরেট অফিস : টিটাগড় টাওয়ারস, ৭৫৬ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোন : (০৩৩) ৪০১৯০৮০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০১৯০৮২৩
ইমেল : investors@titagarh.in ওয়েবসাইট : www.titagarh.in

অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) এবং ই-ভোটিং এবং কাট-অফ তারিখ সম্পর্কিত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেডের সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা **শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখের ইজিএম নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। ইজিএম নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ভোটিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

ইজিএম অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে এবং রুলস অধীনে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলারস ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, নং ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, নং ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার সমূহ হিসেবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা এবং তৎসহ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত সকল সার্কুলার অনুযায়ী সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে। ফলে ইজিএম অনুষ্ঠিত হবে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে।

কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে এবং উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে ১৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে ইজিএম-এর নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে নোটিশটি পাঠানো হচ্ছে, যাদের নাম বেনপোস তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ তারিখে সদস্য নিবন্ধনে রয়েছে। নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলিতে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ধারা ১০৮ এবং তৎসহ পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ এবং তালিকাভুক্তি বিধি ৪৪-এর নিয়ম অনুসারে, কোম্পানি ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সদস্য নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় ('কাট-অফ ডেট') নাম থাকা শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে, যারা ইজিএম নোটিশে উল্লেখিত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে, সেইসাথে এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থা) এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ইজিএমে ই-ভোটিংও করতে পারবেন।

কাট-অফ ডেটের বাজার ঘন্টা শেষ হওয়ার পর ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্য নিবন্ধন / সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় যেসব শেয়ারহোল্ডারের নাম প্রদর্শিত হবে, কেবল তারাই ই-ভোটিং এর জন্য যোগ্য হবেন এবং ভোটদানের অধিকার কাট-অফ ডেটে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) ('ভোটিং সময়কাল')** শেষ হবে। এরপর থেকে এনডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে। সদস্যরা একবার রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

যে কোনও ব্যক্তি যারা ইজিএমের নোটিশ প্রেরণের পরে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন তারা **evoting@nsdl.co.in** এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ইজিএমে যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন। তবে, তারা ইজিএমে আর ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না।

যারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/হালনাগাদ করেননি, তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত আইএসআর -১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং সহায়ক নথিপত্র আরটিএ-তে **mdpldc@yahoo.com** ইমেল ঠিকানায় জমা দিয়ে অথবা **investors@titagarh.in** ইমেল ঠিকানায় কোম্পানিতে জমা দিয়ে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যদের ইজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ইজিএম নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতিটি পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/সহায়তা/অভিযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় যোগদানের ক্ষেত্রে, সদস্যরা **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সহায়তা বা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা কল করতে পারেন ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা **evoting@nsdl.com** এ অনুরোধ ইমেল পাঠাতে পারেন।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য পুরোহিত
কোম্পানি সেক্রেটারি
এম নং : এসিএস ২৭৮২৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৬ জুলাই ২০২৫

আনন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

আনন্দনগর, সিঙ্গুর, হুগলী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- HG28 স্থাপিত- 23.04.1962

স্বর্ণ গহনা বন্ধক লোন আদায় সংক্রান্ত নোটিশ

আনন্দনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ইং 30.08.2025 তারিখের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে গোল্ড লোন পরিশোধ করিবার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অন্যথায় আইনানুগ্য আগামি 08.09.2025 তারিখ নিলাম দ্বারা বিক্রয় করা হবে।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
1.	জয়দেব বেরা	কার্তিক বেরা	গাণ্ডারপুকুর, সিঙ্গুর, হুগলী
2.	শেখ গোলাম আলি	সুরিয়াত রহমান	আটিসারা, সিঙ্গুর, হুগলী
3.	শ্রী অরিন্দম মন্ডল	নরেন্দ্র মন্ডল	ছয়ানি গাণ্ডারপুকুর, সিঙ্গুর, হুগলী
4.	উত্তম দিন্দা	সুদাম দিন্দা	গাণ্ডারপুকুর, সিঙ্গুর, হুগলী

আদেশ অনুসারে
পরিচালক মন্ডলী

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 86(2nd Call) & 111(2nd Call)/ 2025-2026 alongwith NIeT-176 to 180/2025-2026 Dated- 16-07-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Bankura, Dakshin Dinajpur, Nadia, Purba Medinipur, North 24 Parganas and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **17-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **30-07-2025 upto 3.00 pm**

Date: 16.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

E-TENDER NOTICE

Habra-II Panchayat Samity
Vill+P.O.- Talsa , P.S.- Ashoknagar, Dist.- North 24 Parganas

13 (Thirteen) no e-Tender has been invited for the work namely. Construction of Concrete road from h/o-Diluar to natun Idgah of Mouza-Talsa(n) under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 5th **SFC** Construction of concrete road from GP road to h/o-Tapas Mondal of Mouza-Napara under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 5th **SFC** Construction of concrete road with brick work from **PMGSY** road to h/o-Rabiul Mondal of Mouza-Napara under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from **PMGSY** to h/o-Ramrul Golder to h/o-Hasan Golder of Mouza-Bagpole under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from **PMGSY** to h/o-Arabul Biswas to h/o-Monirul Biswas of Mouza-Bagpole under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from poltry of Swarup Ghosh to h/o-Bidhan Das of Mouza-Hatnapara under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from h/o-Saokat Mondal to h/o-Arif Molla via **PMGSY** road to h/o-Rabia Bibi of Mouza-Malickberia under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from **PMGSY** to h/o-Kartik Pal via **PMGSY** road to h/o-Sukanta Paul of Mouza-Malickberia under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road from h/o-Kali Dey to h/o-Bishal Singha of Mouza-Dighra under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road (with drain) from h/o-Sahabuddin to h/o-Saiful of Mouza-Rangri under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** Construction of concrete road (with drain) from shop of Chattu to h/o-Jakir Molla via h/o-Mahasin Molla of Mouza-Randhangacha under Dighra Malickberia Gram Panchayat, within Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th **CFC** 12. Construction of Tali pilling from H/O-Dilip to H/O-Sabir via Manashatala at Solemanpur, Mouza -Solemanpur under Dighramalickberia Gram Panchayat of Habra-II Dev. Block, North 24pgs. Under 15th **CFC** Construction of PCC road with Tali pilling H/O-Siddeswar Biswas to H/O-Surajit Biswas at Rangri, Mouza -Rangri under dighramalickberia Gram Panchayat of Habra-II Dev. Block, North 24pgs. Under5th SFC Tender **Notice No.- 110/N-13/DMGP/25-26 Date.-14/07/2025. Last date of Bid Submission 23.07.2025 up to 4 PM.**

Sd/-
Prodhan
Dighra Malikberia GP

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম [illegible] হয়েছে রেগুলেশন ৩২(ই) এবং তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৩২এ,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব [illegible] ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** [illegible] কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই। নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যা [illegible] কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	১৭.০৭.২০২৫ থেকে ৩১.০৭.২০২৫ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	১৭.০৭.২০২৫ থেকে ৩১.০৭.২০২৫ (সকাল ১০ টা থেকে [illegible])
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.০৮.২০২৫, সকাল ১১টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড [illegible] (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) তৎসহ পঠিত রেগুলে [illegible]

নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৫.০৮.২০২৫, সকাল ১১ টা থেকে বিকে [illegible]
(প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
বিকল্প ১ (ব্লক-এ) সমগ্র কর্পোরেট ডেটর, চালু সংস্থা হিসেবে- রেগুলেশন ৩২(ই) তৎসহ পঠিত রেগুলেশন ৩২এ অধীনে।	২৫,০০,০০,০০০	২,৫০,০০,০০০	১০,০০,০০০	[illegible]
বিকল্প ২ (ব্লক বি (১)- প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি-বৈদ্যুতিক সম্পদ সহ-বৈদ্যুতিক বন্টন ব্যবস্থা -সমুদয় লট বৈদ্যুতিক কেবলস, কন্ট্রোল প্যানেলস, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, ২ টি, ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্টের জন্য, সমুদয় নন-আরসিসি ফ্যাক্টরি শেড -ক্লিয়ার -স্প্যান মেটাল স্ট্রাকচারাল এবং সিটিং, ওয়ার্কশপ মেশিনারি,-টুলস এবং স্পেয়ারস, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ল্যাব সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস আসবাব এবং সমুদয় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ এবং একটি ভেহিকেল (আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম) ব্যতীত)। সফল নিলাম ক্রেতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সর্বোচ্চ ৪ মাসের মেয়াদে সমুদয় ব্লক বি-(১) সম্পদ এবং প্রেমিসেস খালি করার সময় অনুমোদন করা হবে।	২০,০০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০	[illegible]
বিকল্প ৩ (ব্লক বি-(২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি (৯৯ বছরের লিজ শুরু ৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে) এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৪.৯৩১২ একর(কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪স মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ, অবস্থিত প্লট নং এল ৫,এল ৬, এল ৭, এল ১৩, এল ১৪ এবং এল ১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার,সেক্টর -৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল নিলাম ক্রেতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ক্রেতার থেকে পৃথক, সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করা হবে চারমাস পরে, প্রেমিসেস থেকে ব্লক বি-(১) অধীন সম্পদ অপসারণের পর। ১ শতাংশ হস্তান্তর ফি লিজধারী জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া জ্ঞাতব্য নথিতথ্যে উল্লেখ থাকবে।	৯,০০,০০,০০০	৯০,০০,০০০	১০,০০,০০০	[illegible]

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট [illegible] হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**

আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং [illegible] বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-[illegible] liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবে [illegible] ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমা [illegible] ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।

সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর [illegible] এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল কর [illegible] সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় [illegible] করেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, স্থান পরিদর্শনের সময় সম্পদের মালিক [illegible] সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে নিজেদের [illegible]

রেজি. অফিস ঠিকানা :
ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ

[illegible]
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড- লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**
প্রক্রিয়া-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা :
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
যোগাযোগ নম্বর : [illegible]
ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট) **silvertonspinners.liquidation@gmail.com**

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

E-TENDER NOTICE

Habra-II Panchayat Samity
Vill+P.O.- Talsa , P.S.- Ashoknagar, Dist.- North 24 Parganas

4 (four) no e-tender has been invited for the work namely. Construction of Pucca drain from h/o-Amir Ali mondal to h/o-Hapijul Mondal at mouja-chapagachi under Dighra Malickberia Gram Panchayat of Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th CFC Construction of Pucca drain from h/o-Imran to h/o-Saiful at Mouja-Randhangacha under Dighra Malickberia Gram Panchayat of Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th CFC Construction of Pucca cover drain from h/o-Jakir Hossen to h/o-Abdul Gani via h/o-Hahabuddin Akunji at Mouja-Talsa under Dighra Malickberia Gram Panchayat of Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th CFC Construction of Pucca drain from h/o-Abdul Haque to h/o-Moinur Maque at Mouja-Tangra under Dighra Malickberia Gram Panchayat of Habra-ii Dev. Block, North 24 Parganas. Under 15th CFC tender **notice no.- 116/N-4/DMGP/25-26 date.-16/07/2025. Last date of Bid Submission 28.07.2025 up to 2 pm.**

Sd/-
Prodhan
Dighra Malikberia GP

কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

ধনলক্ষ্মী ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51109WB2007C118699) রেজিস্টার্ড অফিস ফ্ল্যাট নং ২বি, ব্লক ৪, বিবেক বিহার, ফেজ ৫, ৪৯৩/সি/এ জি টি রোড, হাওড়া - ৭১১১০২, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৫ মে ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**ছত্তিশগড় রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া -III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ধনলক্ষ্মী ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রিভু রাজ আগরওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন-০১৪৯৫৯৯৫

তারিখ : ১৭.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন সাজাও যতনে

বৃহস্পতিবার • ১৭ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

জানুন অল্প সময়ে ঘর পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে তোলার ৮টি সহজ উপায়

আমরা অনেক সময় মনে করি ঘরবাড়ি ঝকঝকে তকতকে করার জন্য প্রচুর অর্থ বা শ্রম লাগে। কিন্তু কখনো কখনো ছড়িয়ে,ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা বা আপনার নিজের গাছ থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে ঘরে এনে সাজিয়ে রাখার মতো ছোটখাটো কাজই আপনার বাড়ির চেহারা এবং পরিবেশের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। জেনে নিন ৮টি উপায়ের কথা। এসব পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে দেখুন, আপনার ঘরের একঘেয়ে চেহারা পাল্টে যাবে অল্প সময়ে, হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত।

সবার আগে বসার ঘর

আপনি যেখানে আড্ডা দেন এবং আরাম করেন, সেই জায়গাটি যতটা সম্ভব ছিমছাম রাখুন। সহজ একটা বুদ্ধিটা হলো, একটা লন্ড্রি বাস্কেট নিন। বসার ঘরে রাখার প্রয়োজন নেই, এমন সব জিনিস সেখানে ছুড়ে ফেলুন। হয়তো আপনার বসার ঘরে এমন কিছু জিনিস আছে, যেসব সেখানে থাকার কথাই না। তারপরও সেখানে থাকতে থাকতে আপনার অজান্তে সেসব জিনিস বসার ঘরের শোপিস বা আসবাবে পরিণত হয়ে গেছে! এ রকম বেমানান সবকিছু সরিয়ে ফেলুন।

কিছু জিনিস বাদ দিন

ঘর সাজানোর বেলায় কম জিনিসপত্র ব্যবহার করাই ভালো। ঘর সাজানোর জন্য এক জায়গায় বেশি শোপিস, আসবাবপত্র ইত্যাদি গাদাগাদি করে রাখলে ঘরকে মনে হয় বাজার। তাই কিছু জিনিস সরিয়ে ফেললে দেখবেন, ঘরটা দেখতে আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন লাগছে।

তাজা ফুল রাখুন

ঘরের পরিবেশ চাঙা করতে ফুলের কোনো তুলনা হয় না। বাগান কিংবা দোকান, যেখান থেকেই হোক, কিছু তাজা ফুল এনে ঘরে সাজিয়ে রাখুন। একাধিক ঘর সাজানোর পরিকল্পনা থাকলে নানা রকম ফুল দিয়ে বানানো একটা তোড়া কিনে ফুলগুলো পছন্দমতো ভাগ করে একেক ভাগ দিয়ে একেক ঘর সাজান।

মেঝে রাখুন ছিমছাম

হয়তো কিছু পার্সেল এসেছে, যেসব আপনি খুলেও দেখেননি। কিংবা কিছু জুতা, যেসব আপনি সাধারণত পায়ে দেন না, এমন জিনিসই ঘরের মেঝেতে স্তূপ হয়ে থাকে। ফলে আপনার ঘরটি দেখায় ভীষণ অগোছালো। ঘরের মেঝে থেকে এমন অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন।

সূর্যের আলো আসতে দিন

প্রতিদিন নিয়ম করে ঘরের পর্দা সরিয়ে সূর্যের আলো ঘরে আসতে দিন। তারপর দেখুন, ঘরটাকে কত প্রাণবন্ত লাগে। প্রাকৃতিক আলোতে ঘরের সবকিছুই পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। এতে ঘরের আসবাবপত্রের ওপরে জমে থাকা ধুলাময়লাও চোখে পড়বে সহজে। আর তখন নিশ্চয়ই আপনি হাত গুটিয়ে থাকবেন না; দ্রুতই নেমে পড়বেন পরিষ্কার,পরিচ্ছন্নতা অভিযানে। শুধু তা-ই নয়, ঘরে সূর্যের আলো এলে মনও ভালো থাকবে।

তাক পরিষ্কার রাখুন

ঘরে জিনিপত্র ছড়িয়ে,ছিটিয়ে রাখলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় তখন, যখন আমরা প্রয়োজনীয় একটা জিনিস খুঁজতে যাই। তাই অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে টেবিল, ওয়ার্ডরোব ও আলমারির দৃশ্যমান তাক ভরে ফেলবেন না। অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখা যায়, এমন সব স্থানের অপ্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে ফেলুন। কাজটা ছোট হলেও এর প্রভাব অনেক। এতে শুধু ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখাই সহজ হয় না, ঘর দেখতে লাগে ছিমছাম আর সময়ও বেঁচে যায় অনেকটা।

দেয়াল পরিষ্কার করুন

ঘর যত গোছানোই হোক না কেন, দেয়ালে ময়লা দাগ থাকলে সবই বৃথা। মেলামাইন ফোম স্ক্রাবার দিয়ে দেয়ালের ময়লা দাগ দ্রুত তোলা যায় এবং সহজেই দেয়ালগুলো হয়ে ওঠে প্রায় নতুনের মতো পরিষ্কার।

আরও কিছু বিষয়

বেসিনের কল, দেয়ালে বসানো বাল্ব ও টিউবলাইট হোল্ডার;ঘরবাড়ি পরিষ্কারের সময় এসব জিনিস সাফ করার কথা অনেকেই এড়িয়ে যায়। কিন্তু বেসিনের কলের ওপর আঙুলের ছাপ, টুথপেস্টের ছিটা ইত্যাদি দেখা গেলে মনে হতে পারে আপনি আপনার বাসা দেখভালের ব্যাপারে উদাসীন। পানির কল, আয়না, রান্নাঘরের চুলার নব ইত্যাদি নাইলন বা পলিয়েস্টারের মতো কাপড় দিয়ে ঘষা দিলে জিনিসগুলো দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায়।

মেকআপ করার সময় যেমন চেহারায় হাইলাইটার ব্যবহার করা হয়, তেমনি ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে এই কাজ হবে আপনার বাসার জন্য হাইলাইটার ব্যবহারের মতো।

বর্ষায় ত্বক যেভাবে সুস্থ রাখবেন

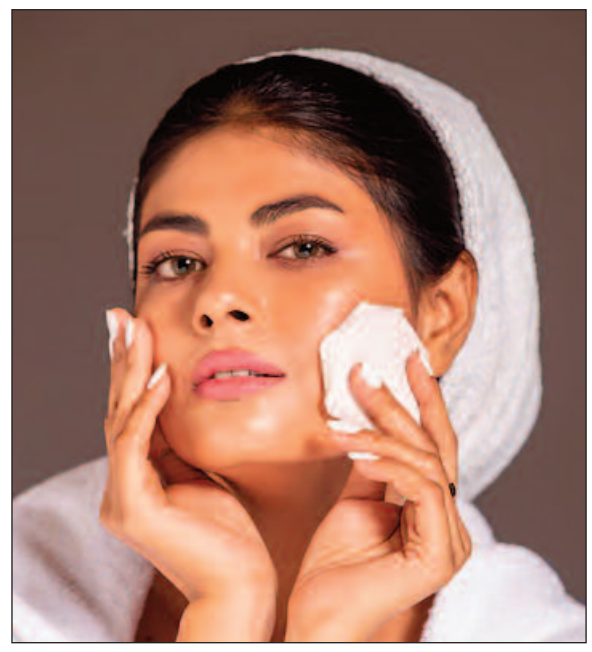

আকাশে ধূসর মেঘ, বাতাসে সোঁদা ঘ্রাণ। মন উদাস করা দিন। এমন দিনের কিছু বিপত্তিও আছে। ভেজা ভেজা এই দিনগুলোতে ত্বকে হতে পারে জীবাণুর সংক্রমণ। চুলের গোড়া ভেজা থাকলে সেখানেও জন্মাতে পারে ছত্রাক। এমন না যে এই মৌসুমে ত্বকের যত্নে খুব বেশি কিছু প্রয়োজন। একটু সচেতন থাকলেই বর্ষার আর্দ্র দিনেও ত্বক থাকবে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত।

আমাদের ত্বক থেকে স্বাভাবিকভাবেই একধরনের তেলজাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়। এর নাম সিবাম। বর্ষায় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে বলে এই সিবাম দীর্ঘ সময় ত্বকে রয়ে যায়। তাই যাঁদের ত্বক একটু তৈলাক্ত, তাঁদের ত্বক একটু চিটচিটে মনে হতে পারে। কাদা আর ময়লা পানি লেগে যাওয়ায় পায়ের যত্নেও একটু মনোযোগ প্রয়োজন এই সময়। বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি কেয়ারের স্বত্বাধিকারী ও রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচির সঙ্গে এসবের প্রতিকার নিয়েই কথা হচ্ছিল।

মুখের, ত্বকের যত্নে

এমন পরিষ্কারক বেছে নিন, যাতে ক্ষারের মাত্রা কম। ময়েশ্চারাইজার হিসেবে এমন কিছু ব্যবহার করুন, যাতে বাড়তি তেল নেই। টোনার ব্যবহারে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকবে, ত্বক থাকবে কোমল। সানস্ক্রিন সামগ্রীও ব্যবহার করুন নিয়মমাফিক। এই মৌসুমে মুখে বরফ

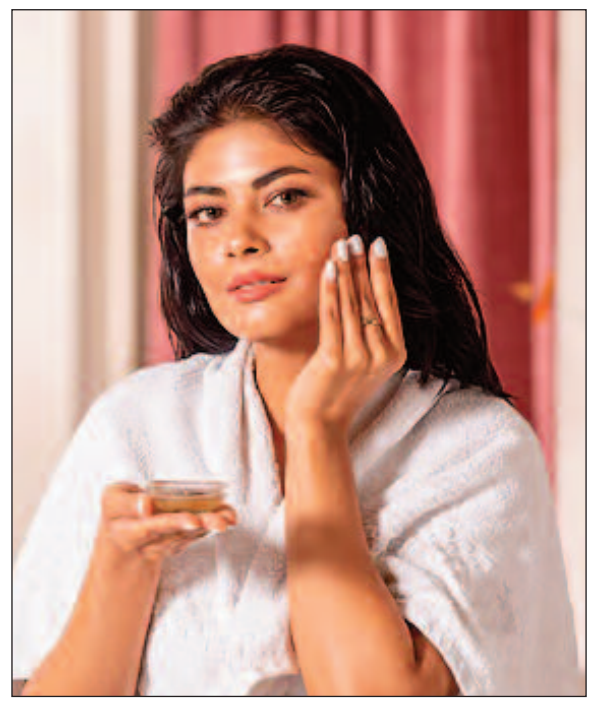

প্রয়োগ করাও ভালো। সপ্তাহের বাড়তি কাজ হিসেবে স্ক্রাবিংও করা চাই। মসুরের ডালের গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণমতো শসার রস মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন স্ক্রাব।

সতেজ থাকতে ফেসপ্যাক

- পাকা কলার সঙ্গে পরিমাণমতো মধু মিশিয়ে তৈরি করতে পারেন সহজ একটি প্যাক, যাতে ত্বক উজ্জ্বল হবে। প্যাক শুকিয়ে গেলে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- চন্দনবাটার সঙ্গে পরিমাণমতো জলপাই তেল, মধু এবং সামান্য হলুদবাটাযোগে তৈরি প্যাকেও ত্বক উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
- উজ্জ্বল ত্বকের জন্য আরও একটি প্যাক কাজে আসবে। এক কাপ টক দই, তিন টেবিল চামচ লেবুর রস এবং এক কাপ টমেটো পিউরি মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
- ত্বকের শুষ্কতা দূর করতে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু মিশিয়েও প্যাক তৈরি করতে পারেন।
- তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করতে সমপরিমাণ মুলতানি মাটি, চন্দনগুঁড়া, টক দই নিন। সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন।

হাত-পায়ের সুস্থতায়

জলের কাজ করার পর হাত ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে নিন। সপ্তাহে একবার ম্যানিকিউর করানো ভালো। পেডিকিউর করানো উচিত সপ্তাহে দুবার। গরম জল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল শ্যাম্পু আর সামান্য লেবুর রস দিয়ে বাড়িতেই ম্যানিকিউর,পেডিকিউর করাতে পারবেন।

সুন্দরভাবে কেটে রাখলে নখ সুস্থ থাকবে। পায়ে কাদা বা ময়লা পানি লাগলে দ্রুত পরিষ্কার করা আবশ্যক। হাত-পা ধোয়ার পর ময়েশ্চারাইজার লাগাতে ভুলবেন না।

বর্ষায় দেয়ালকে স্যাঁতসেঁতে ভাব থেকে যেভাবে বাঁচাবেন

ঘরবাড়ি বা অফিসের নির্মাণকাজ যত গুরুত্ব দিয়েই করা হোক না কেন, বছর ঘুরে এলেই এসবে লাগে বিশেষ যত্ন আমাদের দেশে বর্ষাকালেই সাধারণত বাড়ি-অফিসের ভবনগুলোতে নানামুখী সমস্যা দেখা দেয় বেশি। তার মধ্যে দেয়ালে স্যাঁতসেঁতে ভাব অন্যতম। শুধু স্যাঁতসেঁতে ভাবই নয়, ড্যাম্প দেয়ালকে সুরক্ষা দিতে দরকার বাড়তি যত্ন।

দেয়াল নষ্টের যত কারণ

নানা কারণে দেয়াল ড্যাম্প হতে পারে। তবে আমাদের দেশে মোটামুটি যে কারণগুলো বেশি দেখা যায় তার মধ্যে আছে;

অতিরিক্ত বৃষ্টি টানা বৃষ্টি হলে জল দেয়ালের ফাঁকফোকর দিয়ে চুইয়ে ছাদ বা জানালার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। বিশেষ করে যদি ছাদ বা দেয়ালের প্লাস্টার বা রং পুরোনো হয়ে যায়। দেয়ালে ফাটল থাকলে জল ঢুকে সহজেই দেয়াল ভিজে যায়।

অতিরিক্ত আর্দ্রতা বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও আর্দ্রতা থাকে অনেক বেশি। এই আর্দ্রতা দেয়ালে ঘনীভূত হয়ে ড্যাম্প বা স্যাঁতসেঁতে ভাব তৈরি করে।

ভূগর্ভস্থ জল উঠে আসা বাড়ির ভিতে বা মাটির কাছাকাছি অংশে

পানির স্তর বেড়ে গেলে সেই জল নিচ থেকে দেয়ালের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে আসে। বর্ষাকালে এটি বেশি হয়।

অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ঘর বদ্ধ হলে বা আলো-বাতাসের চলাচল কম থাকলে আর্দ্রতা দেয়ালে জমে স্যাঁতসেঁতে ভাব তৈরি করে।

স্যানিটারি বা ড্রেনেজ পাইপে ফাটল বৃষ্টি ছাড়াও পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা, বাথরুম, রান্নাঘর বা জলের ট্যাংকের টাইলস বা পাইপে ছিদ্র দেয়ালে ড্যাম্প তৈরির একটি অন্যতম কারণ।

বাড়িতে নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন ফেস মাস্ক। কীভাবে? জেনে নিন বিশদে।

হাতে সময় কম। কাজের চাপে ঘরে বাইরে জেরবার আপনি। স্যালঁয় যাওয়ার সময় নেই। তাহলে ত্বকের যত্ন নেবেন কীভাবে? ঘরোয়া উপাদানই এক্ষেত্রে হতে পারে সমাধান। ঘরোয়া উপাদানে তৈরি প্রাকৃতিক ফেস মাস্ক থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেকটাই কম। শুষ্ক থেকে তৈলাক্ত; ত্বকের ধরন বুঝে তৈরি করে নিতে পারেন নানারকম ফেস মাস্ক। যেমন মুখের ট্যান তাড়াতে বেছে নিন টম্যাটো লেমন মাস্ক। দুটোই বাড়িতে মজুত থাকে। একটা টম্যাটো ধুয়ে নিয়ে ভালো করে চটকে পিউরির মতো করে নিন। তার মধ্যে যোগ করুন দু'চামচ পাতিলেবুর রস। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে সেটা মুখ ও গলায় লাগিয়ে নিন। মিনিট কুড়ি রেখে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্কে ত্বকের ট্যান দূর হবে। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসবে। রাত থেকে জলে ভেজানো দুটো আমন্ড বা কাঠবাদাম খেয়ে অনেকেই দিন শুরু করেন এখন। তাঁরা মুখের ত্বকে উজ্জ্বলতা বাড়াতে ব্যবহার করতে পারেন আমন্ড ফেস মাস্ক। রূপচর্চায় সারা রাত জলের বদলে দুধে ভিজিয়ে রাখুন চার-পাঁচটি আমন্ড। পরদিন আমন্ডের খোসা ছাড়িয়ে নিন। বাদাম বেটে দুধে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ মুখের ত্বকে আলতো করে লাগিয়ে রাখুন। কেউ চাইলে রাতেও এটা মাখতে পারেন। সারা রাত মুখে রেখে সকালে ধুয়ে ফেলুন। মুখের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

শুষ্ক ত্বকের যত্নে ফেস মাস্কে আমন্ডের সঙ্গে যোগ করুন একটা ডিম। ভালো করে ডিম ফেটিয়ে সেটা বাদাম বাটার সঙ্গে মেশান। এই মিশ্রণও মুখে ও গলায় মেখে ২০ মিনিট রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

সংবেদনশীল ত্বকের জন্য চাই গাজর ও মধু মিশ্রিত মাস্ক। দু'তিনটে গাজর সেদ্ধ করে ভালো করে চটকে নিন। দু'-তিন চামচ মধু যোগ করুন তার মধ্যে। মিশ্রণটি মুখে গলায় লাগিয়ে রাখুন মিনিট পনেরো। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। মুখে একটা সতেজ ভাব আসবে। ত্বকে আরামদায়ক অনুভূতিও হবে।

হঠাৎ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বা বিয়েবাড়ি যেতে হবে? অল্প সময়ে কী করবেন? এক চা চামচ লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন দু'চা চামচ দই। এই মিশ্রণ হাতে নিয়ে মুখে ও গলায় ভালো করে সার্কুলার মোশনে মাসাজ করে নিন কিছুক্ষণ। মুখ ধুয়ে ফেলুন ঠান্ডা জলে। মুখে চট করে উজ্জ্বলভাব আসবে। সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী পেঁপে দিয়ে তৈরি ফেস মাস্ক। পাকা পেঁপেতে রয়েছে ভিটামিন এ এবং সি। দু'টিই ত্বকের জন্য উপকারী। এছাড়া এই ফলে রয়েছে পাপাইন এনজাইম, যা ডার্ক স্পট, দাগছোপ কমায়।

শুষ্ক ত্বকের জন্য পেঁপে ও মধু দিয়ে তৈরি করুন ফেস মাস্ক। আট-দশ টুকরো পাকা পেঁপে নিয়ে ভালো করে চটকে নিন। এতে যোগ করুন এক চামচ দুধ অথবা দুধের সর। তারপর মেশান এক চামচ মধু। সবটা মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগিয়ে নিন মিশ্রণটি। ১৫-২০ মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন মুখ। তৈলাক্ত ত্বকে পাকা পেঁপের সঙ্গে যোগ করুন পাকা কলা ও শসা। প্রথমে পেঁপের সঙ্গে শসা মেশান। তারপর তাতে অর্ধেকটা পাকা কলা চটকে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ মুখে-গলায় লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। তারপর অল্প গরম জলে মুখ পরিষ্কার করে নিন। কম্বিনেশন স্কিনে ৮-১০ টুকরো পাকা পেঁপের সঙ্গে মেশান টম্যাটো পাল্প। পেস্টের মতো হয়ে গেলে মুখে গলায় মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে নিয়মিত ঘরোয়া ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন। অল্প সময়েই ফল পাবেন। ত্বক থাকবে সুস্থ ও ঝকঝকে।